

श्रिंग क्लग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 14 Issue ● 14 January, 2022, Friday ● ২৯ পৌষ, ১৪২৮, শুক্রবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

মেয়াদহীন সচিব বিধায়কপদ খারিজের নোটিশ দিলেন!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিধায়ক আশিস দাস'র বিধায়ক পদ আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। তখন তার মেয়াদ নেই, দিন দশ/এগারো আগেই ফুরিয়ে গেছে, যখন আশিস দাস'র বিধায়ক পদ খারিজের নোটিশ জারি করছেন বিধানসভার



সচিব বি পি কর্মকার। জুডিশিয়াল সার্ভিস''র প্রাক্তন এই অফিসারের সচিব হিসাবে নিযুক্তির মেয়াদ গত ২৪ ডিসেম্বরই শেষ হয়। যখন তিনি ভারতের নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানাচেছন যে বিজেপি

খারিজ করা হয়েছে, তাতে ৪৬ সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র শূন্য হয়ে পড়েছে, উপযুক্ত ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়, তখনও তার চাকরির মেয়াদ নেই। মেয়াদহীন বিধানসভার সচিব নিয়ম ভাঙার জন্য বিধায়কের পদ খারিজের নোটিশ জারি করেছেন। বি পি কর্মকারকে ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব করে আবার নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে ১২ জানুয়ারি। আইন সচিব (সংসদীয় বিষয়)'র সচিব এবং এল আর বিশ্বজিৎ পালিত ১২ জানুয়ারি নোটিশ জারি করেছেন যে রাজ্যপাল, বিধানসভার অধ্যক্ষের সাথে আলোচনা করে বি পি কর্মকারকে আরও এক বছরের জন্য বিধানসভার সচিব পদে নিয়োগ দিয়েছেন। গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে

আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যস্ত নতুন

মেয়াদকাল। তাকে "এক্স-পোস্ট

ফ্যাক্টো" বলে এই সময়ের জন্য

দিকের তারিখ থেকে নতুন মেয়াদ কাল ধরা হয়েছে। বিধানসভা, যেখানে রাজ্যের ভাল-মন্দ নির্ধারিত হয়, যেখানে রাজ্য কীভাবে চলবে, তার রূপরেখা তৈরি হয়। মানুষের প্রতিনিধিত্ব সেখানেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনও রাজ্যের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গার সচিবের মেয়াদ পেরিয়ে গেলেও, নতুন নিয়োগ আসতে প্রায় আড়াই সপ্তাহ পার হয়ে যায়। মেয়াদ উত্তীর্ণ সচিব জনপ্রতিনিধির বিধায়ক পদ খারিজের নোটিশ জারি করেন। বিশ্বজিৎ পালিত সচিবের পুনর্নিযুক্তির যে নোটিশ জারি করেছেন, সেখানে নোটিশের পুনর্নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিজস্ব 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। গত দু'দিন ধরেই তিনি শারীরিক অসুবিধা বোধ করছিলেন এবং বৃহস্পতিবার সকালে করোনা পরীক্ষা করা হলে, মানিকবাবুকে করোনা পজিটিভ ঘোষণা করা হয়। স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা এদিন পশ্চিম জেলার ট্রাফিক এসপি শর্মিষ্ঠা চক্রবতীর নমুনা সংগ্রহ করেন। তিনিও করোনা আক্রান্ত। উনারা দু'জনই গত বেশ কিছুদিন ধরেই করোনা বিষয়ক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য নানা সরকারি বৈঠক এবং শহরের বিভিন্ন সড়কে নেমেও সরজমিনে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন। বৃহস্পতিবার সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরে করোনা পরীক্ষা করা হলে ১৪ জন করোনা শনাক্ত হন। বৃহস্পতিবার করোনা শনাক্ত হলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। প্রতিদিন নিগম দফতরে গত কয়েকদিন ধরেই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক



প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বৃহস্পতিবার রাতে তীর্থমুখে রাজ্যের আপামর জনসাধারণের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি কোভিড সংক্রান্ত সরকার প্রদত্ত সকল নীতি নির্দেশিকা পালনের আবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রেগাতে চুপ সোশ্যাল অডিট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১৩ জানুয়ারি।। একের পর এক পঞ্চায়েতে প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে ধরা পড়ছে অর্থনৈতিক বিচ্যুতি। আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে সরকারি প্রশাসন যন্ত্র। যাদের হাতে আর্থিক বিচ্যুতি ধরা পড়ার কথা আর যাদের হাতে এই বিচ্যুতি সমাধান হওয়ার কথা তারা যেন কেমন করে নিজেদের পাশ কাটিয়ে নিচ্ছে বার বার। এ জাতীয় বিচ্যুতির ফলে সাধারণ মানুষের অধিকার যে চুরি হয়ে যাচ্ছে তা চোখে দেখার পরও প্রশাসন নির্বিকার। এবার বিচ্যুতি সামনে এসেছে দক্ষিণ জেলার ঋষ্যমুখ ব্লকের শিবপুর এবং গাবুরছড়ার।এই দুটি এডিসি ভিলেজে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থানে মোট ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৫ টাকার বিচ্যুতি সামনে এসেছে। যা রীতিমতো গা শিউরে দেবার মতো পরিস্থিতির জোগাড় করেছে। জানা গেছে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে শিবপুর এডিসি ভিলেজে ৮৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৩৭৪ টাকার বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। এই বছরই গাবুরছড়া এডিসি • এরপর দুইয়ের পাতায়

লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারীর করোনা চৌদ্দ না সাত দিনের, দ্বিধা চরমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রাজ্যে যেভাবে করোনা আক্রান্তের ওই নোটিফি কেশনটি স্বাক্ষর করোনা আক্রান্ত হলেও পরিষেবা প্রায় দু'লক্ষ সরকারি কর্মচারীর মাথায় বাজ পডবে। সকলেই কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করবেন— 'আমাদের যদি করোনা হয় তাহলে কতদিনের ছটি পাব আমরা ?' হঠাৎ



এই বিষয়টি কেন প্রসঙ্গে এলো? কারণ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে এক্স অফিসিও যুগ্ম সচিব তথা অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা একটি নির্দেশ স্বাক্ষর করেন। তাতে বলা হয়েছে, সারা রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের পরিকাঠামোয় যারা কর্মরত রয়েছেন, তাদের কারোর করোনা হলে 'হোম আইসোলেশন'-এর জন্য মোট ৭ দিনের ছুটি গ্রাহ্য হবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের গত ৯ তারিখের একটি রিভাইজড অ্যাডভাইজারি মোতাবেক, ১৪ দিনের করোনা-ছুটি কমিয়ে ৭ দিনের করা হয়েছে। যুক্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যের রাজ্যপালের নির্দেশক্রমে

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। পৌষ সংখ্যা বাড়ছে এবং যেভাবে খোদ সংক্রান্তির সকাল থেকেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরাই আক্রান্ত হচ্ছেন, তাতে ১৪ দিন করে ছুটি গ্রাহ্য হলে, দফতরের তরফে পরিষেবা প্রদানের জন্য কেউ আধিকারিকদের নিঃসন্দেহে থাকবে না। শুধু তাই নয়, যুক্তি এটাও যে, এবারের করোনা গত দুই ঢেউ থেকে তুলনামূলকভাবে

করেন। তাতে বলা ছিল, যদি কোনও সরকারি কর্মচারী বহির্রাজ্য থেকে এ রাজ্যে আসেন এবং নিজের করোনা-সিমটম আছে বলে মনে করেন, তাহলেও ছুটি নেওয়া যাবে। স্বভাবতই রাজ্যের প্রায় ২ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর মধ্যে শুক্রবার সকাল থেকেই এই প্রশ্ন

An Initiative by Joyjit Saha NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY 53 Shishu Uddyan Bipani Bita A. K. Road Agartala 799001 বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞান্ত না-হয়ে 'পাৰুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিন্ন

কম 'ক্ষতিকারক'। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ২০২০ সালের ৩০ মার্চ রাজ্যের অর্থমন্ত্রকের তর্ফে একটি নোটিফিকেশন জারি হয়েছিল। তাতে বলা ছিল, রাজ্যে কোনও সরকারি কর্মচারী যদি করোনা আক্রান্ত হন, তাহলে ১৪ দিনের 'কোয়ারেন্টাইন লিভ' গ্রাহ্য করা হবে। এও বলা ছিল ওই নির্দেশিকায়, বিনা মেডিক্যাল সার্টিফিকেটেই ওই ছুটি প্রদান করা যাবে। করোনাকে 'ইনফেকশাস ডিজিজ' বলে স্পষ্টত উল্লেখ ছিল ২০২০ সালের ৩০ মার্চের নির্দেশিকায়। রাজ্য সরকারের তদানীন্তন অবর সচিব এ দেববর্মা

জাগতে শুরু করবে, তাহলে কি এখন থেকে করোনা হলে ৭ দিনের ছুটি না ১৪ দিনের। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর বৃহস্পতিবার রাতে একটি দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে সজাগ রাখার জন্য রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্য দফতরের সমস্ত ফ্রন্টলাইন কর্মী, আধিকারিক সহ সকলস্তরের কর্মীদের করোনা হলে ৭ দিন ছুটি দেওয়া হবে। ১৪ দিনের ছুটির ব্যাপারটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দফতরের অন্দরে আলোচনা শুরু হয়েছে। সকলেই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন এই ভেবে যে, দফতরের এই সিদ্ধান্তের কারণে রাজ্যের সকলস্তরের জনগণ অন্তত

পাবেন। বৃহস্পতিবারের যে নির্দেশিকাটিতে ডা. রাধা দেববর্মা স্বাক্ষর করেছেন তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যদি করোনা আক্রান্ত কারোর সংস্পর্শে স্বাস্থ্য দফতরের কেউ আসেন, তাহলে আলাদা করে কোয়ারেন্টাইন হওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি বা তারা কোভিড বিধি



মেনে চলবেন এবং আক্রান্তের সংস্পর্শে আসার পঞ্চম দিনে করোনা পরীক্ষা করাবেন। অথবা যদি ১৪ দিনের মধ্যে কোনও সিমটম জন্ম নেয়, তাহলেও করোনা পরীক্ষা করানো যেতে পারে। কোভিড পরিষেবা দেওয়া হয় এমন জায়গায় দায়িত্ব পালন করার পরও স্বাস্থ্য দফতরের কোনও কর্মীকে আলাদা করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে না। এই প্রত্যেকটি নির্দেশিকা জারি হওয়ার পরই প্রশ্ন জাগছে, রাজ্যের অন্যান্য দফতরের সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো কি হবে? অন্যান্য দফতরের সরকারি কর্মচারীরা কতদিনের ছুটি পাবেন যদি করোনা আক্রান্ত হন?

শিক্ষা দফতরে বিক্রম বেতাল রাজ!

মকর সংক্রান্তিতে সমস্ত বিদ্যালয়ে 'লার্জ স্কেল'-এ সূর্য নমস্কার অনুষ্ঠানের নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগে একই বিষয় নিয়ে সরকারের করতে হবে। করোনাকালীন পাড়ায় একটা বা দুটো টিভি। **আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।।** রাজ্যের সিদ্ধান্ত সকলের সামনে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী গত বুধবার সাংবাদিক তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।



বিক্রম বেতাল সিরিয়ালের প্রতীকী ছবি।

বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকবে। কারণ, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। ইতিমধ্যেই সংখ্যাটি ৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। গত কয়েকদিন আগে বিদ্যালয় বন্ধ নিয়ে নিজের স্পষ্ট মতামত জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তারও

দফতরের তরফে এক নির্দেশিকা দিয়ে সমস্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের বলা হয়েছে— সমস্ত বিদ্যালয়ে আগামী ১৪ তারিখ তথা শুক্রবার 'লার্জ ক্ষেল'-এ তথা ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে 'সূর্য নমস্কার' অনুষ্ঠান তরফে জারি হতে পারে, তা নিয়ে

পরিস্থিতিতে এরকম একটি ভয়ানক এমনও ঘটনা আছে, শহরের বিশিষ্ট নির্দেশিকা কিভাবে শিক্ষা দফতরের এক দু'জন নাগরিক জামিয়ার বিমানের সিটে বসে বাড়িতে টিভি



শিক্ষা দফতর থেকে জারি হওয়া সূর্য নমস্কার অনুষ্ঠানের আদেশনামা।

গত বুধবার বিকেল থেকেই শিক্ষা দফতরের অন্দরে এই একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকে বলছেন, দফতরটিতে 'বিক্রম বেতাল' সিরিয়াল চলছে! তখনও এ রাজ্যের ঘরে ঘরে টেলিভিশন ঢোকেনি। একেকটি

নিয়ে এসেছিলেন। ৮০'র দশকের শুরু। তখন টিভি জুড়ে পাগল-পাগল জনপ্রিয় সিরিয়ালের নাম 'বিক্রম বেতাল'। রাজা বিক্রম এবং ভূত বেতাল। এই দুই চরিত্রকে ঘিরে নির্মিত হয়েছিল রামানন্দ সাগরের 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

মারার আগে ফোস

১৩ জানুয়ারি।। নীরবতা ভেঙে ধীরে ধীরে যেন খোলস ছাড়ছেন তিনি। শাসক দলীয় রাজনীতির গোষ্ঠী বিন্যাসে ক্রমশ কোণঠাসা হলেও তিনি যে এখনও শেষ হয়ে যাননি বরং নিজেকে প্রমাণের অপেক্ষায় রয়েছেন সেটা বৃঝিয়ে দিতে কয়েকটি কথার ইঙ্গিতকেই পুঁজি করেছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। রক্তদানের মতো উৎসবকে বানচাল করতে কারা ময়দানে সক্রিয় ছিলেন, কারাই-বা ছাত্রদের খুঁজে খুঁজে শারীরিকভাবে নির্যাতন করার কাজে হাত লাগিয়েছে এদের যাবতীয় তথ্য বিধানসভা ভিত্তিক তালিকা করে যে রাখছেন তিনি তাও এদিন জানিয়ে দিয়েছেন সুদীপবাবু। রাজ্যের আলো-বাতাসে দীর্ঘ রাজনীতির পদচারণায় সুদীপবাবু কিছুটা হলেও পাটিগণিত কিংবা বীজগণিতের সূত্র বুঝেছেন তাও এদিন খোলসা করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার আক্রান্ত ছাত্র অভিজিৎ দেব'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। কিভাবে ঘটনা

ঘটেছে এবং কারা ঘটিয়েছে এরও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, বিস্তারিত তথ্য লিখে রেখেছেন আটকে গিয়ে সুদীপবাবু বেরোবার সুদীপবাব। তবে বিধায়ক আবাসে তার বৈঠকখানার ঘরে এখনও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডার ছবি ঝুললেও তিনি যে ক্রমশ বিজেপিরই আতঙ্ক হয়ে

পথ না পাওয়ায় মনে হয়েছিলো এখানেই শেষ বুঝি তার রাজ্য রাজনীতির ধারাপাত। কিন্তু সুযোগ পেয়েই তিনি যে গোখরোর মতো ফোঁস করে উঠবেন এটা অনেকটা অজানাই ছিলো শাসক নেতৃত্বের



উঠছেন এবং আগামীদিনে এই দলটিরই সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠবেন ধীরে ধীরে খোলসা করছেন সুদীপবাবু। এতদিন পর্যস্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে কিংবা সরকার ও শাসক দলের বিভিন্ন আয়োজনে অপমানিত হলেও নীরবেই সহ্য করেছেন একদা বিরোধী রাজনীতির জ্যোতিষ্ক নিজ দলের চাপেই এবং

কাছে। তাদের চেতনা চৈতন্যকে ফাঁকি দিয়েই সুদীপবাবুও যে গোপন অপারেশন শুরু করেছেন তা সাব্রুম গিয়েই টের পেয়েছেন শাসক দলের নেতারা। যে কারণে শেষ মুহুর্তে টের পেয়ে শংকর যে আদা-জল খেয়ে মাঠে নেমেছিলেন কলেজের অনুষ্ঠান বানচাল করতে। এতে হয়তো শাসকের নেতা হিসেবে একই দলের নেতৃত্বের চক্রব্যুহে সাফল্য • এরপর দুইয়ের পাতায়



আর জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে

বাহবা দিচেছ মরণকালেও পিঠেপুলির এমন স্বাদ চেখে দেখার আয়োজন করে যাওয়ার জন্য। জেলা প্রশাসন ও পুলিশ যদি মুখ্যসচিবের নির্দেশ মেনে সংক্রমণকে এখানে চোখ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট রাঙাচ্ছেন জেলাশাসক সাজু

শান্তিরবাজার, ১৩ জানুয়ারি।। করোনা সংক্রমণ হয়তো-বা কমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অনুযায়ী কড়াকড়ি চালাতো তাহলে ওয়াহিদ, জেলা পুলিশ সুপার, মকর সংক্রান্তি মেলায় যেতে জেলাশাসক। বিধায়ক বলেন, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা পুলিশ কোথায় করোনা সংক্রমণ! যেতো কিন্তু পিঠেপুলির এমন আধিকারিক সহ পূর্ত দফতরের শান্তিরবাজারে পিঠেপুলি উৎসব পিঠেপুলিতেই তো মজেছে মানুষ। আস্বাদ মানুষ পেতো কোথায়? এসডিও প্রবীর বরণ দাস এবং করতে পারেন, এতে বাধার কিছু বৃহস্পতিবার সহ গত তিনদিন ধরেই শাস্তির বাজার পুরসভার ভাইস নেই। মুখ্যসচিব যদি তীর্থমুখের



হাজার হাজার মানুষের সমাগমে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে শুরু হয়েছে পিঠেপুলি উৎসব। করোনার পারে

চেয়ারম্যান সত্য সাহা। স্থানীয় বিধায়ক নাকি বলেছেন, তীর্থমুখে যদি মেলা করার অনুমতি দিতে প্রশাসন তাহলে শান্তিরবাজারেও পিঠেপুলি উৎসব হবে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী যদি তীর্থমখে পারেন, তাহলে তিনিও মুখ্যসচিব কিংবা জেলাশাসক



মেলা আটকাতে না পারেন, আগরতলা শহর উপকণ্ঠ আনন্দনগরে সুলতান শাহ দরগার মেলা আটকাতে না পারেন, তাহলে শান্তিরবাজারের পিঠেপুলি উৎসবও আটকাতে পারবেন না



জনপ্রতিনিধি নন, তারা জনগণের

সেন্টিমেন্ট বোঝেন না, আর

 এরপর দুইয়ের পাতায় কবে

শান্তিরবাজারের পিঠেপুলি উৎসবে কোনও আঘাত এলে প্রয়োজনে জেলাশাসক বদলে ফেলবেন তিনি। লোক মারফত জেলাশাসক নাকি একথা শুনে হাঁটু কাঁপাতে শুরু

সোজা সাপ্টা

টার্গেট কংগ্রেস

এরাজ্যে এতদিন শাসক দলের নিশানায় কংগ্রেস ছিল না। কখনও বামেরা তো কখনও তৃণমূল। কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এবার শাসক দলের নিশানায় আসছে কংগ্রেস। এখানে নাকি দুইটি অঙ্ক কাজ করতে পারে। পাঞ্জাবের ঘটনার সাথে যোগ হতে পারে সুদীপ বর্মণ ইস্যু। হয়তো আপাতত পাঞ্জাব ইস্যুকে সামনে রেখে কংগ্রেসকেই বার বার আক্রমণ করা হবে। এরাজ্যে কংগ্রেসকে নিশানা করার পেছনে নাকি আসল কারণ সুদীপ রায় বর্মণ অ্যান্ড কোং। দিল্লির খবরে 'প্রতিবাদী কলম' পত্রিকাই একমাত্র জানিয়েছে যে, সুদীপ-রা কংগ্রেসে ফিরছে। এর মধ্যে বাগী বিধায়ক নিজে ঘোষণা করেছেন যে, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপি-র হয়ে ভোটে লড়বেন না। আর সুদীপ-র এই ঘোষণা যে শাসক দলের কাছে একটা বড় ধাক্কা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা শাসক দলের একজন বিধায়ক নির্বাচিত দলের হয়ে ভোটে দাঁড়াতে চান না এত বড় কথা বলার জন্য তো সাহস প্রয়োজন। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-র সাজানো সংসার যেভাবে ভাঙছে তারপর ত্রিপুরায় সুদীপ-র ঘোষণা বা বক্তব্য। নিশ্চিতভাবে এরাজ্যে এখন তৃণমূল আর শাসক দলের কাছে ততটা গুরুত্ব পাবে না। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস কি শাসক দলের টার্গেট হবে তা ইদানিং পাঞ্জাব ইস্যুতে বার বার কংগ্রেসকে টার্গেট করা থেকেই পরিষ্কার। তবে ঘটনা হচ্ছে, সুদীপ-রা কংগ্রেসে কবে যাবেন এবং সুদীপ-র সঙ্গে কারা কারা যাবেন। জানা গেছে, দিল্লির নির্দেশে নাকি রাজ্য কংগ্রেসও সুদীপ-দের বরণ করে নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। এখন অপেক্ষা, কবে নাগাদ রাজ্য বিজেপি-তে ভাঙন ধরিয়ে কংগ্রেসে পা রাখেন সুদীপ-রা।

বোধিসত্ত্বহত্যা

• আটের পাতার পর - দায়রা বিচারক আদালতে মিথ্যে তথ্য দেওয়ার অভিযোগে আইন সচিব, স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর, সিনিয়র আইনজীবী সম্রাট কর ভৌমিক এবং আইনজীবী অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে শোকজ নোটিশ দিয়েছিল। এই নোটিশের উপরও উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ পডলো। এদিকে মামলায় ৫৪ সাক্ষীকে জেরা করতে আদালতে আবেদন করেছিলেন বোধিসত্ত হত্যা মামলায় অভিযুক্তদের আইনজীবীরা। উচ্চ আদালতে ট্রায়ালের উপর স্থগিতাদেশ পড়ায় এই জেরাও বন্ধ থাকবে। যে কারণে বোধিসত্ত্বের মা'র বিচার পেতে আরও দেরি হচ্ছে। তিনি বিচারের আশায় বুক বেঁধে আছেন। শহরে কাঁশারীপট্টিতে বোধিসত্ত্বকে হত্যা করার সময় প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন। ওই সময় একটি পানের দোকানও খোলা ছিল। খুনের পর দ্রুত গ্রেফতার হয়ে যায় অভিযুক্তরা। এতসবের পরও একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে বোধিসত্ত্ব'র মাকে বিচারের আশায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তিনি বিচার পাবেন কিনা তার জন্য চেয়ে আছেন আদালতের দিকেই। কিন্তু এখন অধিকাংশ সাক্ষী দেওয়ার পর আদালতই বদল নিয়ে উচ্চ আদালতে শুনানি শুরু হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে কবে নাগাদ বোধিসত্ত্বের মা বিচার পাবেন এটাই দেখার। প্রসঙ্গত, বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলার পর অভিযুক্তদের বাঁচাতে একটি মহল শুরু থেকেই চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের পর থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে সাক্ষ্যদের কিনতে। আদালতে এসে বেকে বসেছিলেন এক প্রত্যক্ষদর্শীও। তাকে হোস্টাইলও করা হয়। পরিস্থিতি এমনটা হয়েছে যে, সাক্ষ্যগ্রহণ নিয়েই টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। এবার আদালতের উপর আইনজীবীরা প্রশ্ন তুলছে। অন্য দফায় স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটরের উপরই নালিশ জমা পড়ছে আদালত থেকে। টাকার খেলার মধ্যে বোধিসত্ত্ব দাসের মা বিচার পান কিনা এটাই এখন সবার মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, পুলিশের তদন্ত অনুযায়ী বোধিসত্তকে দিয়ে বেআইনিভাবে বড় টাকার ঋণ আদায় করে নিতে চাইছিল অভিযুক্তরা। বোধিসত্ত রাজী না হওয়ায় তাকে কাঁশারীপট্টি নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মারা যাওয়ার আগে বোধিসত্ত্ব পুলিশ এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে অভিযুক্তদের নাম বলে গেছেন।

বলম্বে বোধোদয়

 চারের পাতার পর
 উদ্যোক্তাদের তরফে বলা হয়েছে, পুজো চলবে। তবে অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মার্শাল আর্ট, মাইবা, মাইবি ইত্যাদির আয়োজন নিয়ে প্রচার করা হলেও উদ্যোক্তাদের তরফে দীপক কুমার সিনহা জানিয়েছেন কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করা হবে। তাও বেলা দুটো থেকে শুরু হবে এই আয়োজন। শুধু তাই নয়, সেখানে বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অতিথিদের নিয়ে ভাষণ পর্ব, প্রদর্শনী ইত্যাদি বন্ধ থাকবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, সরকারি দফতর করোনা পরিস্থিতিতে এই ধরনের মেলার আয়োজন করে কার্যত প্রশাসনের নীতি নির্দেশিকাকেই অমান্য করছে বলে অভিযোগ উঠেছিলো। সেই ক্ষেত্রে শহরের দুই দুটি এক্সপো বন্ধের পর অভয়নগরের এই মেলাও বন্ধ করা হলো। তবে পুঁথিবা দেবতাবাড়ি প্রাঙ্গণে ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতি বাড়ছে। উদ্যোক্তারা যদি কোনও সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে বিপদ বাড়তে পারে।

অপহ্নতা গৃহবধূ উদ্ধার

 পাঁচের পাতার পর
 হয় ভবানীকে। থানার মধ্যে তিনি স্বামীর সঙ্গে যেতে রাজী হননি। তার দাবি বাদল গোস্বামীর সঙ্গেই এখন সংসার করবেন। কোনওভাবেই ভানুর সঙ্গে যাবেন না। এমনকী একমাত্র শিশুসস্তানের সঙ্গেও থাকার ভাবনা নেই। পুলিশ বাধ্য হয়ে ভবানীকে একটি হোমে পাঠিয়েছেন। অভিযোগ দায়েরকারী তার স্বামী ভানু'র বক্তব্য, আমি চেয়েছিলাম সন্তানের জন্য তার মাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু সে ফিরতে রাজী নয়। পুলিশ জানায়, ঘটনার তদন্ত চলছে।

এক ধাপ এগোল ইসরো-র গগনযান

তামিলনাডুর মহেন্দ্রগিরিতে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রোপালসন কমপ্লেক্স (আইপিআরসি) থেকে বুধবার এই সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে ৭২০ সেকেন্ড ধরে। ইসরো পরে একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, গগনযান অভিযানের জন্য যে যে লক্ষ্য নিয়ে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন বানানো হয়েছে এবারের পরীক্ষায় সেই সবকটি লক্ষ্যেই নিখঁতভাবে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। ইঞ্জিন খুব ভাল কাজ করেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় (১২ মিনিট) ধরে। ইসরো-র বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এই সফল পরীক্ষা গগনযান অভিযানের বাস্তবায়নের পথে একটি মাইলফলক হয়ে থাকল। দেশের প্রথম মহাকাশচারী পাঠানোর অভিযান সফল করার জন্য রকেটের ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের যতটা মজবৃত ও দক্ষ হওয়ার প্রয়োজন এই পরীক্ষায় সেই সব প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে।" ইসরো জানিয়েছে, এরপরেও রকেটের এই ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের আরও চারটি পরীক্ষা করা হবে। সব মিলিয়ে পরীক্ষা করা হবে। মোট ১ হাজার ৮১০ সেকেন্ড বা ৩০ মিনিট ১৬ সেকেন্ড ধরে।

দুভাগ্যজনক

ইকফাইয়ে নেই

আটের পাতার পর - দৃশ্য আকছার

তৈরি হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

কামালঘাট ক্যাম্পাসে। গত কোভিডের

ধাকার সময়েও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

পড়ুয়াদের মধ্যে কেউ কেউ কোভিড

আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে খবর পাওয়া

গিয়েছিল। একদিনেই কোভিড

আক্রান্তের সংখ্যা নয়শ ছাড়িয়েছে,

মাত্র এক-দেড় সপ্তাহে পালটে

গেছে পরিস্থিতি। মারাত্মক এই

বাড়-বাড়ন্তের সময়েও উচ্চশিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে নিয়ম না মানার

ঝোঁক পরিস্থিতি আরও

কষ্টাৰ্জিত জয়

• সাতের পাতার পর বল পেয়ে

আরও একটি গোল করার সুযোগ

পেয়েছিল বীরেন্দ্র ক্লাব। এই

সুযোগটাও কাজে লাগাতে

পারেনি। এগিয়ে চল সংঘের

সামনেও ম্যাচের শেষের দিকে

সুযোগ এসেছিল। ব্যবধান বাড়াতে

পারেনি তারাও। শেষ পর্যন্ত ২-০

গোলে জয় তুলে নিলো এগিয়ে চল

সংঘ। ভালো খেলেও পরাস্ত হলো

বীরেন্দ্র ক্লাব। রেফারি আদিত্য

দেববর্মা এগিয়ে চল সংঘ-র সনম

লেপচা, পহর জমাতিয়া.

বীরনারায়ণ জমাতিয়া এবং বীরেন্দ্র

ক্লাবের স্টিফেন পল ডার্লং-কে

মোদি-শাহের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক

ছিন্ন করলেন। আর সেই রেশ

কাটতে না কাটতেই আরও এক

বিধায়কের দলত্যাগ। যা ঘুম কেড়ে

নিয়েছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী

আদিত্যনাথের। এমনটাই মত

ছয়ের পাতার পর

রাজনৈতিকমহলের।

ঘোলাটেই করতে পারে।

চাবের পাতার পর সেন্টারগুলোতে পর্যাপ্ত ওষুধ পথ্য, অক্সিজেন, প্রশিক্ষিত কর্মী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা, কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার যাবতীয় খরচ সরকারকে বহন করা, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না উঠা পর্যন্ত তাদের পরিবারকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা, বিগত দিনে সরকারের ঘোষিত ১০ লক্ষ টাকা প্রদান, কোভিড মোকাবিলায় ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য বিগত কয়েক বছর ধরে পাশ করে বসে থাকা রাজ্যের তরুণ ডাক্তার, প্যারামেডিকস, নার্স, অন্যান্য প্রশিক্ষিত যুবক/যুবতিদের বিশেষ উদ্যোগে নিয়োগ করা ইত্যাদি। এসব দাবিকে সামনে রেখেই সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

তালিকায় চল্লিশ শতাংশ মহিলা

• **ছয়ের পাতার পর** আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে ধর্নায় বসেন নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার। সেখানে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন নির্যাতিতা। এর পরেই তাঁর বাবাকে গ্রেফতার করা হয়। ৯ এপ্রিল পুলিশি হেফাজতে নির্যাতিতার বাবার মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তাঁর রক্তে বিষক্রিয়া এবং কোলনে ফুটো হয়ে যাওয়ার উল্লেখ ছিল। তাঁর শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন ছিল বলেও জানা যায়। পরে প্রমাণিত হয় কুলদীপই দুই পুলিশ অফিসারের সাহায্যে নির্যাতিতার বাবার উপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন। উন্নাও-কাণ্ডের সময় নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। শেষ পর্যন্ত প্রবল জনরোষের মুখে এই মামলা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ধর্ষণ-কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন সাজা পান কুলদীপ। ২০২০-র এপ্রিলে নির্যাতিতার বাবার উপর হামলা এবং অনিচ্ছাকৃত খুনের অপরাধে কুলদীপ এবং অতুলের ৭ বছর জেলের সাজা হয়।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সামনে মোদির কাছে দুঃখপ্রকাশ

সমস্যা হয়েছে তার জন্য দুঃখিত পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। বহস্পতিবার কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

চন্ডীগড়, ১৩ জানুয়ারি।। পাঞ্জাব সেখানেই অন্য রাজ্যের সফরে প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তায় যে মুখ্যমন্ত্রীদের সামনেই দুঃখপ্রকাশ করলেন চান্নি। যদিও পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার গলদ প্রসঙ্গে এর আগে চান্নি বলেছিলেন, সেদিন নিরাপত্তার কোনওরকম গাফিলতি হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কড়া বিবৃতির

রেগাতে চুপ সোশ্যাল অডিট

• প্রথম পাতার পর ভিলেজে মোট ৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯৮০ টাকার বিচ্যুতি সামনে আসে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিবপুরে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ১৬ টাকার বিচ্যুতি ধরা পড়ে। গাবুরছড়া এডিসি ভিলেজে এ বছর কোনও আর্থিক বিচ্যুতি ধরা না পড়লেও ২০-২১ অর্থ বছরে গাবুরছড়ায় ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪১৯ টাকার এবং শিবপুরে ১৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ২২৬ টাকার বিচ্যুতি ধরা পড়ে। এই তিনটি অর্থ বছরে মাত্র দুটি এডিসি ভিলেজের। রেগার বরান্দে নজিরবিহীন কেলেঙ্কারি সামনে আসতেই চলতি অর্থ বছরে এই দুটি এডিসি ভিলেজে সোশ্যাল অডিট আর পা রাখেনি। কারণ, সোশ্যাল অডিট হলেই বিচ্যুতির পরিমাণ আরও কয়েক গুণ বেড়ে যেতে পারে। জানা গেছে, আর্থিক বিচ্যুতি ছাড়াও এই তিনটি অর্থ বছরে কাজের যে খতিয়ান দেখানো হয় এতে দশ ভাগের এক ভাগও কাজ হয়নি। যেখানে একশো দিনের শ্রমদিবস দেখানো হয়েছে সেখানে কার্যত কাজ হয়েছে দশদিন। বাদবাকি ৯০টি শ্রমদিবসই হাপিস করে দেওয়া হয়েছে। রেগায় এতবড় কেলেঙ্কারির খবর ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদী কলম'এ প্রকাশিত হলেও কোনও এক আশ্চর্যজনক কারণে একেবারে চুপ অর্থ ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। যীষ্ণুবাবুর নিজের দফতরে এমন কেলেঙ্কারি ধরা পড়ার পরেও তিনি নিজে কেমন করে হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে থাকেন তাও এক মস্তবড প্রশ্ন বলেও তার দফতরের আধিকারিকরাই প্রশ্ন তলেছেন

 প্রথম পাতার পর

 তিনি। বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক এবং কর্মীরা

 সেসব বৈঠকে ডাক পেয়েছেন। অনুমান, সরকারি বৈঠকগুলোকে কেন্দ্র করেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ডা. শৈলেশ। এছাড়াও বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনা শনাক্ত হয়েছেন পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিস দাস। তিনিও গত পক্ষকাল ধরেই দারুণভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করছিলেন। অবশেষে এদিন করোনা শনাক্ত হওয়ার পর তিনি নিজের দায়িত্বভার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে আপাতকালের জন্য সঁপে দিয়ে গেছেন। এদিন পশ্চিম জেলায় মোট ৯০ জন দিনের শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই করোনা শনাক্ত হয়েছেন। তাতে ১৭ বছর বয়সী যেমন রয়েছে, তেমনি ৬৮ বা ৭১ বছর বয়সী নাগরিকও রয়েছেন। এদিকে, পুলিশের শীর্ষ মহলেও করোনার থাবা। করোনা আক্রান্ত হলেন দুই আইপিএস-সহ এসপি এবং ডিআইজি স্তরের ৫ অফিসার। তারা সবাই হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন। পুলিশ সপ্তাহ উদ্যাপন অনুষ্ঠানে তাদের সবাইকেই এডিনগর পুলিশ লাইনে দেখা গিয়েছিল। এছাড়া দু'দিন আগে পলিশের রক্তদান শিবিরেও এই অফিসাররা ছিলেন। সবারই জুর এবং করোনা সংক্রান্ত লক্ষণ দেখা যাওয়ায় সোয়াব পরীক্ষা করানো হয়। পরীক্ষার রিপোর্টে ৫ আধিকারিকের পজিটিভ আসে। এই কারণে তাদের সংস্পর্শে আসা বাকিদেরও সোয়াব পরীক্ষা করানো হচ্ছে। রাজ্যে দ্রুতহারে হচ্ছে করোনা। এর আগে আরকেপুর থানার চার পুলিশকর্মী করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছিলেন। পুলিশের মধ্যেই আরও বেশ কয়েকজন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। পুলিশ সদর দফতরে করোনার থাবা পড়ায় কাজকর্ম অনেকটাই আটকে গেছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ট্রাফিক পুলিশের এক আধিকারিকেরও করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। পুলিশ মহলে আক্রান্ত বেড়ে যাওয়ায় আবারও ব্যাপক হারে

পরেও একই কথা বলেছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ভূল বদলে নরম সুর দেখা গেল চান্নির গলায়। মোদির সঙ্গে বৈঠকের শুরুতেই বললেন, "জো হুয়া উসকে লিয়ে মুঝে খেদ হ্যায়"(যা হয়েছে তার জন্য আমি দুঃখিত)। এদিকে পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপতার গলদ নিয়ে পাঞ্জাব সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী চান্নির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির বক্তব্য, গোটা ঘটনাটি আসলে পূর্বপরিকল্পিত। চান্নির বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দেগেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি ঘটনার জন্য চান্নিকে দায়ী করে তাঁর থেফতারির দাবি জানিয়েছেন। মোদির পাঞ্জাব সফরে নিরাপত্তার

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খটুরও। তাঁর বিস্ফোরক দাবি, পাঞ্জাব সরকারই কৃষকদের রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাতে বলেছিল সেদিন। তাঁর কথায়, ''পাঞাব সরকারই কৃষক নেতাদের প্রধানমন্ত্রীর রাস্তা আটকানোর নির্দেশ দিয়েছিল। এই ভাবে পথ আটকে প্রধানমন্ত্রীকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।" প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার গলদের বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গড়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যার শীর্ষে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টেরই একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এইসঙ্গে শীর্য আদালতের নির্দেশে স্থগিত হয়েছে পাঞ্জাব সরকার ও কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তদন্ত।

নোটিশ দিলেন!

 প্রথম পাতার পর
 কোনও তারিখ নেই। বিশ্বজিৎ পালিতের সইয়ের সাথে শুধু তারিখ আছে, ১২/১/২২। নোটিশে তারিখের জায়গায় তারিখ নেই, শুধু 'জানুয়ারি, ২০২২' লেখা। তাতে ইঙ্গিত হতে পারে, মেয়াদ উত্তীর্ণ সচিবের মেয়াদ নিয়মিত করা নিয়ে দ্বিধা ছিল। শেষে সইয়ে তারিখ দিয়ে নোটিশ জারি হয়েছে। গণতান্ত্রিকতা রাজ্যে তলানিতে বলে অসংখ্য অভিযোগ আছে। বিরোধীদল প্রতিদিনই অভিযোগ শানাচ্ছে। পুর নির্বাচনে ছাগ্গা ভোটে শাসক দল জিতেছে বলে তীব্র অভিযোগ আছে, ছাগ্গা ভোটের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। বিধানসভার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সচিবের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ মেয়াদ ফুরিয়ে যায়, মেয়াদ উত্তীর্ণ সচিব জারি করেন নোটিশ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যেন উপহাসের জিনিস!

আস্কারায় করোনার সংক্রমণ

ওয়াহিদ বলে দিয়েছেন, তিনি এই মেলায় সর্বোত সহযোগিতা করবেন। বাস্তবিক অর্থে জেলাশাসকের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতাতেই হাজার হাজার লোক সমাগম হতে পেরেছে পিঠেপুলি উৎসবে। এখানে পিঠেপুলির দেখা কম, আনন্দ আয়োজন বেশি। রাজ্যে যখন লাফিয়ে বাড়ছে করোনার গ্রাফ, তখন পিঠেপুলি উৎসবের এমন আয়োজনে ক্ষুব্ধ চিকিৎসকেরা। তারা বস্তুত জেলা প্রশাসনকেই এ জন্য দায়ী করতে শুরু করেছেন। পাশাপাশি পুলিশের এমন অথর্ব অবস্থা এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ততা যে কোনও মদ্যপ ব্যক্তি হুমকি দিলেও পুলিশের নিম্নাঞ্চল ভিজে যায়, আর সাধারণ মানুষকে ধরে ধরে ফাইন-র নামে পকেট ভর্তি করতে শুরু করে। মুখ্যসচিবের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও জেলাশাসক কিভাবে এমন মেলার অনুমতি দিতে পারেন এবং সম্পূর্ণ পুলিশি সহযোগিতায় এমন মেলা চলতেও পারে তা নিয়েই বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে সর্বত্র। উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়েছে বলে চিকিৎসকদের অনেকে আশঙ্কাগ্রস্ত হয়েই জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে সংক্রমণের চেইন ভাঙতে হলে মানুষের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, সবসময় মাস্ক এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন বলেও তারা মনে করেন। চিকিৎসকদের বক্তব্য, শারীরিক দূরত্ব এবং মাস্ক ব্যবহারের ফলেই করোনার তৃতীয় ঢেউ রুখতে পারা যাবে। কিন্তু তা না করা হলে যে কোনও সময় বড় ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে। আর এটা যদি কোনওভাবেও সুযোগ িপেয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরাকে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হয়ে উঠবে

সময় শিক্ষা দফতরের তরফে এমন করে সমস্ত বিদ্যালয়ে সর্য

হাসপাতালগুলির শল্য চিকিৎসক এবং অস্থি বিশেষজ্ঞদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। আহত যাত্রীদের প্রাথমিকভাবে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে সেখানকার পরিকাঠামো উপযুক্ত না হওয়ায় সেখান থেকে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে আহতদের স্থানান্তরিত করা হয়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজকেও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ব্লক হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক এবং নার্সদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৫০টিরও বেশি অ্যান্থ্ল্যান্স রওনা দিয়েছে দুর্ঘটনাস্থলের উদ্দেশে। দুর্ঘটনার পর প্রাথমিকভাবে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু তিন জনের দেহ উদ্ধারের কথা জানান। ১০-১২ জন আহত যাত্রীকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। যদিও পরে সেই সংখ্যাটা বাডে। অন্ধকার নেমে যাওয়ায় উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় আলো এবং জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মেডিক্যাল কলেজের দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে।

নতুন চেয়ারম্যান

• ছয়ের পাতার পর উৎক্ষেপণের দায়িত্বও ছিল তাঁর কাঁধে। আগামী ৩ বছরে ইসরোর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ হওয়ার কথা। এর মধ্যে রয়েছে মহাগুর ত্বপূর্ণ মঙ্গলযান প্রকল্প। চন্দ্র্যান-২'র ল্যান্ডার বিক্রমের অবতরণের ব্যর্থতার পর নতুন করে চন্দ্রাভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। সেই প্রকল্পের কাজও এবার পর্যবেক্ষণ করবেন সোমনাথই।

 ছয়ের পাতার পর ঘাসফড়িং ইত্যাদি। কেঁচো ও পুঁইয়ে সাপ খায় নুডলসের মতো।

চমৎকার দৃশ্য আমি গ্রামবাংলায় দু-চারবার দেখেছি। শীত বা বসস্তের বাতাসে মাটিতে পড়ে থাকা ঝরাপাতার স্থপ বাতাসে গড়াতে গড়াতে জড়াতে জড়াতে এগিয়ে যাচেছ দ্রুতবেগে। আর ওই শুকনো পাতার ঢেউয়ের পেছনে পেছনে ছুটছে মোহনচুড়া পাখিরা, লম্ফঝম্ফ দিয়ে খাচেছ পোকামাকড়। যারা ঝরাপাতার পাকে পড়ে উড়ে পালাতে চাইছে। বাসা করে গ্রীষ্ম থেকে বর্ষাকালের শুরু পর্যন্ত। গাছের খোঁড়ল-কোটর-দালানকোঠার क ाँक एक । क ए व. ঘাস-পাতা-লতা-শিকড়-পালক ইত্যাদি দিয়ে বাসা সাজিয়ে ছয়-সাতটি ডিম পাড়ে। স্ত্রী পাখিটা একাই ১৮ থেকে ২২ দিন তা দিয়ে ছানা ফোটায়। তা দেওয়ার সময় পুরুষটি বাসায় এনে খাওয়ায় স্ত্রী পাখিটিকে পরম সোহাগে। সদ্য বাসা ছেড়েছে এবং উড়তে শিখেছে, এমন পাঁচ--ছয়টি ছানা নিয়ে মা-বাবা মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে সেই দৃশ্য অলৌকিকই বলা যায়, এত সুন্দর দৃশ্যের দর্শন কি সহজে মেলে অন্য কোথাও!

'লার্জ স্কেল'-এ সূর্য নমস্কা

বিখ্যাত এই সিরিয়ালটি। হঠাৎ প্রায় চার দশক পর এর অবতারণা কেন? কারণ, রাজ্যের শিক্ষা দফতরে এখন একজন 'রাজা' আছেন এবং অনেকগুলো 'ভূত'। উনারা মিলেমিশে বিক্রম বেতালের ভূমিকায় নিজেদের অবতারণা ঘটিয়েছেন। এসব বলার পেছনে গুরুতর যক্তি রয়েছে।এ মাসের ১২ এবং গত মাসের ১৪ তারিখ রাজ্যের শিক্ষা দফতরের তরফে দু'দুটো নির্দেশিকা বেরিয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখ সরকারের যগ্ম সচিব চাঁদনী চন্দ্রন স্বাক্ষর করে এক নির্দেশিকায় বলেছেন, ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় পৌষ পার্বণের কারণে বন্ধ থাকবে। শুধু তাই নয়, ওই একই নির্দেশিকায় নিয়মিত ছুটি বাদে,এ বছরের জন্য মোট ২২টি ছুটির ঘোষণা করা আছে।এদিকে এ মাসের ১২ তারিখ শিক্ষা দফতরের এলিমেন্টারি এড়কেশনের অতিরিক্ত অধিকর্তা বিশ্বিসার ভট্টাচার্য এক নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করে রাজ্যের ৮টি জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং টিটিএএডিসি'র শিক্ষা বিষয়ক মুখ্য

প্রথম পাতার পর প্রযোজনায়



আধিকারিককে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ১৪ তারিখ তথা শুক্রবার প্রতিটি বিদ্যালয়ে ধুমধাম করে 'সূর্য নমস্কার' অনুষ্ঠান উদযাপন করতে হবে। এই নির্দেশিকা বৃহস্পতিবার বিকেলের মধ্যে সমস্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। দিকে দিকে রাজ্যের হাজারো শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চুড়ান্ত দোটানা শুরু হয়েছে। সকলের মনে একটাই প্রশ্ন, কিভাবে রাজ্যে করোনার এই বাড়বাড়ন্তের

একটি ভৌতিক নির্দেশিকা জারি হতে পারলো ? সত্যিই কি দফতরটি ভূতেরা চালাচেছন? নাকি দফতরের 'রাজা' আর দফতরে মন দিতে পারছেন নাং সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হলো, এ মাসের ১২ বিশ্বিসারবাবুর নির্দেশিকাটিতে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে 'লার্জ স্কেল' ভাবে সূর্য নমস্কারের অনুষ্ঠানটি করতে হবে। বিশ্বিসারবাবুর এই চিঠি পেয়ে বিভিন্ন জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের কার্যালয় থেকে বুধ এবং বৃহস্পতিবার দফায় দফায় জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কাছে চিঠি গেছে। চিঠির বক্তব্য প্রত্যেক শিক্ষক - শিক্ষিকা এবং

ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যেতে হবে। এখানেই শেষ নয়, ১৫ তারিখের মধ্যে সকল বিদ্যালয় থেকে রিপোর্ট ও ছবি পাঠাতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, গত ১২ তারিখ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের তরফে এক নির্দেশিকায় বলা হয়, দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উদ্যাপন পালনের লক্ষ্যে, শুক্রবার মকর সংক্রান্তিকে কেন্দ্র

নিজের দায়িত্ব খালাসের লক্ষ্যে বিস্বিসারবাবু গত ১২ তারিখ নির্দেশিকাটি জারি করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গত বুধবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, রাজ্যে সমস্ত বিদ্যালয় বন্ধ আছে। শুধু পরীক্ষাগুলো চলবে। গত কয়েকদিন আগে একই বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা দফতরটির 'রাজা' স্পষ্টত জানিয়ে দিয়েছিলেন, কি কি শর্তে রাজ্যে বিদ্যালয়গুলো খোলা থাকবে। একই বিষয় নিয়ে গত কয়েকদিন আগে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলে দিয়েছিলেন, রাজ্যে পরীক্ষা ছাড়া বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকবে। এইরকম পরিস্থিতিতে কিভাবে দফতরের এক মাঝারি স্তরের আধিকারিক এইরকম একটি ভয়াবহ সরকারি নির্দেশিকা জারি করতে পারেন, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্ৰশ্ন উঠিতে আরম্ভ করেছে। সরকারে রাজা বনাম ভূতেদের লড়াই?

নমস্কারের অনুষ্ঠান করতে হবে।

ওই কেন্দ্রীয় নির্দেশিকার জেরে

পঙ্গজ চক্রবত

 তিনের পাতার পর (মন্টু)। এছাড়া এক ব্যক্তি তিনটি স্তরের কমিটিতে থাকতে পারেনা বলে দলের গাইডলাইন অনুসরণে জেলা কমিটি থেকে অব্যাহতি পেয়েছে রাজ্যে কমিটির সদস্য অঞ্জন দাস এবং অমলেন্দু দেববর্মা। জেলা কমিটির দশজনকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে জেলা সম্পাদকমন্ডলী। আগামী দিনে শ্রমিক মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে বামপন্থী আন্দোলন তীব্র করার বার্তা দিয়ে সম্পন্ন হয় জেলা সম্মেলন।

জয়ের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা

 সাতের পাতার পর বুমরাহ। জয়ের জন্য আর মাত্র ১১১ রান প্রয়োজন দক্ষিণ আফ্রিকার। হাতে দুটো দিন এবং আটটা উইকেট। ফলে দুই টেস্ট জিতে সিরিজ পকেটে ভরা যেন হোম ফেভারিটদের কাছে শুধুই সময়ের অপেক্ষা তেবে হ্যাঁ, বাইশ গজের লড়াইতে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী খাটে বুমারহ-শামি-অশ্বিনরা যদি অঘটন ঘটাতে পারেন, তবে কে বলতে

পারে, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ কোহলিই দেবেন ভারতবাসীকে। কিন্তু সে গুড়ে বালি দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর এগলারের সৈনিকরা। বুধবার এগিয়ে থেকেই দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল টিম ইন্ডিয়া । কিন্তু শুরুতেই টপ অর্ডারে ধস নামান রাবাডারা। দুই ওপেনার মায়াঙ্ক আগরওয়াল ও কেএল রাহুল অল্প রানে ফিরলে হাল ধরেন কোহলি ও পূজারা। কিন্তু ক্যাপ্টেনের সঙ্গে

ক্রিজে টিকে থেকে বড পার্টনারশিপ গড়তে পারেননি পূজারা। ৯ রানেই ফিরে যান। একই হাল রাহানের। রাবাডার ডেলিভারিতে এলগারের হাতে ক্যাচ তুলে মাত্র ১ রানে আউট হন তিনি। আর তারপরই নেটদুনিয়ায় শুরু হয় জোর সমালোচনা। ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছেন কোহলিও। একা পস্থই যেটুকু অক্সিজেন জোগালেন। কিন্তু তাঁর এই লড়াকু ইনিংসে আখেরে, দলের কতখানি লাভ হয়, সেটাই এখন দেখার।

সাথে মস্তবড় খাদ তৈরি হয়েছে তা হয়তো-বা শংকরবাবু দুঃস্বপ্নেও বুঝতে পারেননি। যে কারণে শংকরবাবুর কল্যাণেই দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে ফোঁস করার সুযোগ পেলেন সুদীপ রায় বর্মণ এবং রক্তদানের মতো একটি মহতী উদ্যোগে বাধা পেয়ে রাজ্যবাসীকে বোঝাতে পারলেন শুধুমাত্র সুদীপ রায় বর্মণকে আটকাতে মুমূর্যু রোগীদের কতটা বিপদের মুখে ঠেলে দিলো রাজ্য সরকার। কত বড় নির্দয় এবং চেতনাহীন হলে সরকার পক্ষ এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে কলঙ্কিত করতে পারে। সুদীপবাবুও কার্যত এমন একটি সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। যে সুযোগকে ব্যবহার করে তিনি কার্যত জনমত তৈরির কাজে লেগে পড়তে পারবেন। পারলেনও। শুরু হয়ে গেলো তার পরবর্তী ইনিংসের মাঠ সাজানোর কাজ। শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে ময়দানি লড়াই।

পৃষ্ঠা 🙂

স্বপন চন্দ্র দাস মানবাধিকার কমিশনের

চেয়ারম্যান নিযুক্ত

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাস ত্রিপুরা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ার পার্সন হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি গত ৩ জানুয়ারি তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। প্রোটেকশন অফ হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এর ধারা ২২(১) অনুযায়ী গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য-র স্বাক্ষরিত আদেশমূলে তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। আইন দফতর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আক্রান্ত

৯১৬, মৃত্যু ১

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। করোনা আক্রান্তে ২৪ ঘণ্টায় নতুন রেকর্ড স্থাপন করলো রাজ্য। ২৪ ঘণ্টায় ৯১৬ জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন বৃহস্পতিবার। মারা গেছেন আরও একজন সংক্রমিত রোগী। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে রাজ্যে এখন পর্যন্ত তিনজন সংক্রমিত রোগী মারা গেলেন। সংক্রমণের হার ক্রমশ ঊধর্বমুখী। পশ্চিম জেলায় এদিন আরও ৫৫৯ আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। শুধুমাত্র এই জেলায় গত এক সপ্তাহে ১ হাজার ৩০০'র উপর করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়ে গেলেন। শুধুমাত্র আগরতলা পুরনিগম এলাকায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। এই এলাকাতে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে বলে অভিযোগ। কিন্তু জেলা প্রশাসন এখনও পর্যন্ত এই সংক্রমণ রুখতে কোনও ধরনের কড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। প্রশাসনের ঢিলেমির সুযোগে ঘরে ঘরে করোনা আক্রান্ত ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি এখন আর স্বাস্থ্য কর্মীদের ছুটে যেতেও দেখা যায় না। সবটাই যেন 'ভগবান'র উপর ছেড়ে দিয়েছে প্রশাসন। এই গোষ্ঠী সংক্রমণের মধ্যেই মেলা, উৎসব, মিটিং'র যাবতীয় অনুমতি পরোক্ষভাবে দিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টায় ৯১৬জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিন ১০ হাজার ৬৮ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়। তাদের মধ্যে মাত্র ৭৫১ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে সোয়াব পরীক্ষা করানো আরটিপিসিআর -এ ৬৮জন সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন। বাকিরা অ্যান্টিজেন টেস্টে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ৫৫৯ জন শনাক্ত হন পশ্চিম জেলায়। এছাড়া সিপাহিজলা জেলায় ৫৬, খোয়াই জেলায় ৩৮, গোমতী জেলায় ৫৫, দক্ষিণ জেলায় ৪৯, ধলাই জেলায় ৬৬, ঊনকোটি জেলায় ৪৯ এবং উত্তর জেলায় ৪৪জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮৪৪ জনে। এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত ৮২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে করোনা সংক্রমিতদের সুস্থতার হার নেমে দাঁড়িয়েছে ৯৫.৮৩ শতাংশে। এদিকে দেশেও ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে করোনা আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা। ২৪ ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭২০জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৪৪২জন। দ্রুতহারে ত্রিপুরায় পশ্চিম জেলার পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। দ্রুত সংক্রমণ রুখতে জেলা প্রশাসন থেকে এখনও পর্যস্ত ভিড্ আটকানোর জন্য কোনও কড়া

ভার্টুয়ালে মুখ্য সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোভিড-১৯ অতিমারীজনিত পরিস্থিতি নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন। রাজ্য সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই ভাৰ্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই ভার্চুয়াল বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব দেশে বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি ও টিকাকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এছাড়াও আজকের এই ভার্চুয়াল বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ কোভিড-১৯ ও করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রন সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্যগুলির প্রস্তুতি সহ জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ও যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত স্থিতি এবং

টিকাকরণের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। আজকের এই ভার্চুয়াল বৈঠকে রাজ্য সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যস্চিব কুমার অলক, স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা শাখার মিশন ডিরেক্টর ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সয়াল, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ অধিকারের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সূর্য নমস্কার কোভিড আটকাবে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। সূর্য নমস্কারে কোভিড কাবু হতে পারে, কেন্দ্রীয় আয়ুষমন্ত্রী বলেছেন।অদ্ভত এই দাবি নিয়ে নেটিজেনরা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। আবার কোভিডের মারাত্মক বাড়াবাড়ির মধ্যে স্কুলে স্কুলে শুক্রবারে ছুটির দিনে সূর্য নমস্কার করার জন্য নির্দেশ জারি হয়েছে। কোভিড ঝড়ে

পরীক্ষা যাদের নেই, তারাও স্কুলে যাচ্ছে নিয়মিতই, একদিন বাদ দিয়ে দিয়ে, এখনও তাই। শিক্ষা দফতর সব জেলাকে নির্দেশ দিয়েছে বড় করে সূর্য নমস্কার করতে হবে শুক্রবারে। এই দিন সংক্রান্তির বন্ধও। আবার সূর্য নমস্কার একাধিক মুদ্রার একটি বিষয়। আচমকাই তা

একেক মন্ত্রীর একেক ঘোষণা, দিয়ে কৌশলে সারা দেশে এক রঙের সংস্কৃতি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। কোভিডের ধাক্কায় যখন দেশ কাঁপছে, তখন বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ছাড়া সুৰ্য নমস্কারের সাথে কোভিড ভাল হওয়া জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। 'আনবিক জেনেটিক্স' ইত্যাদি বলে আরেক মন্ত্রী আরও গুলিয়ে একদিনের নোটিশে করা যায় না। দিয়েছেন। বিজ্ঞানের নামে



কাঁপছে দেশ। রাজ্যে কোভিড সাধারণ স্কুল ড্রেস পরেও করা সম্ভব আক্রান্তের সংখ্যায় সর্বকালীন না, বিশেষত ছাত্রীদের পক্ষে তা মন্তব্য নতুন নয়, তবে কোভিড রেকর্ড হয়েছে বৃহস্পতিবারে। সম্ভবই না। প্রতিটি স্কুলে শারীরিক যেহেতু জাতীয় বিপর্যয়, সেই নিয়ে কোনও মন্ত্রী বলছেন, যাদের পরীক্ষা তারাই স্কুলে যাবে, ১৫ তারিখ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা, বড় মন্ত্রী বলছেন ২০ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ। তাতে অবশ্য সূর্য নমস্কার অনুষ্ঠান আটকাচ্ছে না। সূর্য নমস্কারে নাকি কোভিডও কাব হবে, কেন্দ্রীয় আয়ুষমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী'র দাবি এই। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্যাপন 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-র অংশ হিসাবে বড় আকারে সূর্য নমস্কার অনুষ্ঠান করার কেন্দ্র থেকে নির্দেশ এসেছে।

শিক্ষার শিক্ষক নেই। মুদ্রা দেখিয়ে দেবার কেউ নেই। আচমকা নির্দেশের কারণে সূর্য নমস্কার করতে গিয়ে শারীরিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন করতে গিয়ে দেশের সবার জন্য কাজের গ্যারান্টি দেয়ার প্রোগ্রাম নেই, সবার জন্য সব রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থার গ্যারান্টি দেওয়া নেই, গ্যারান্টি নেই সবাইকে শিক্ষিত করার, যত ডাক্তার-নার্স দরকার তত নেই সরকারি পরিকাঠামোতে, এসব বাদ বিজেপি'র নেতা-মন্ত্রীদের উটকো সঠিক তথ্য না দিলে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেছেন, 'এটি প্রমাণিত সত্য যে সূর্য নমস্কার জীবনীশক্তি বাড়ায় এবং শরীরে ইমিউনিটি তৈরি করে। এটি করোনাকে দুরে রাখতে সাহায্য করতে পারে। আমরা প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য ৭৫ লক্ষ লোকের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। তবে রেজিস্ট্রেশন এবং আমাদের প্রস্তুতির নিরিখে আমি আশাবাদী যে, আমাদের প্রোগ্রামে কোটিরও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৩ জানুয়ারি।। জাতীয় যুব দিবসে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়েই সম্পন্ন হল সিপিআইএম'র ধলাই জেলা কমিটির তৃতীয় ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। আমবাসা বাজারস্থিত ধলাই জেলা কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলার চারটি মহকুমা থেকে ৯৯ জন প্রতিনিধি কমরেডের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় এই জেলা সম্মেলন। যাতে রাজ্য কমিটির পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি শেষ মুহূর্তে অসুস্থ

বোধ করায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। সেই স্থানে অংশগ্রহণ করেন রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য রতন ভৌমিক। সম্মেলনের সভাপতিমন্ডলীতে ছিলেন দলের প্রবীণ নেতা গজেন্দ্র ত্রিপুরা, ললিত ত্রিপুরা, নিরোদ বরণ সাহা এবং অর্চনা দাস। সম্মেলন থেকে তৃতীয়বারের মতো জেলা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন দলের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ও তাত্ত্বিক নেতা পঙ্কজ চক্রবর্তী। গঠন করা হয়েছে ২৭ জনের জেলা কমিটি। যাতে নতুন মুখের সংখ্যা আট। এরা হল আমবাসা থেকে গীতারানী সরকার,

লংতরাইভ্যালি থেকে চিন্তামোহন ত্রিপুরা , কমলপুর থেকে বর্ষীয়ান রঞ্জিত ঘোষ, খনা দাস , নিবারণ দাস ,বদর ভূম হালাম, এবং প্রাক্তন বিষয় শিক্ষক জগদীশ দেববর্মা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক হল একদা অবিভক্ত কমলপুর মহকুমার বাম রাজনীতির শেষ কথা তথা একটানা সাড়ে তিন দশক রাজ্য কমিটির সদস্য থাকার পর গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে বহিষ্কার হওয়া রঞ্জিত ঘোষের জেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি। জেলা কমিটি থেকে অসুস্থতার কারণে অব্যাহতি পেয়েছে কমলপুরের বর্ষীয়ান নেতা

গভাছড়া থেকে দশরানি ত্রিপুরা, বীরেন্দ্র পাল এরপর দুইয়ের পাতায় তল্লাই-বাতাসা বিক্রেতাদের মাথায় হ

পরিস্থিতিতে মকর সংক্রান্তির মেলা সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে না

অধিকাংশ জায়গায়। কিন্ত মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে তিল্লাই-বাতাসা বাজারে বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। রাজ্যের বিভিন্ন বাজারের সাথে তেলিয়ামুড়ার বাজারগুলোতেও তিল্লাই-বাতাসার অগ্নিমূল্য। ফলে মাথায় হাত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই। কিন্ত আচমকা করোনা বৃদ্ধির কারণে বাজারগুলোতেও তেমন ক্রেতার দেখা মিলছে না। এই বিষয়ে

নির্দেশিকা নেই।

তেলিয়ামুড়া বাজারের তিল্লাই-বাতাসা ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলতে 🛮 ক্ষতির সমুখীন তেলিয়ামুড়া বাজারের তিল্লাই-বাতাসা ব্যবসায়ীরা। ফলে গেলে তারা হতাশার সুরে জানান, এবছর করোনা মহামারীর কারণে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামূড়া, ১৩ জানুয়ারি।। এবছর করোনা তাদের তৈরি করা তিল্লাই-বাতাসার বাজার অত্যন্ত মন্দা। এরমধ্যে দামও অনেকাংশে বেড়ে গেছে। ক্রেতারা বাজারে এসে দাম শুনেই চলে যাচ্ছেন।



তিল্লাই-বাতাসা ক্রয় করেছেন। ফলে মকর সংক্রান্তির নিয়ম রক্ষার তিল্লাই-বাতাসা বিক্রি হচ্ছে

স্কৃটির ধাক্কায় আহত পথচারী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ জানুয়ারি।। স্কুটির ধাক্কায় আহত হন এক পথচারী। ঘটনা বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেওয়ানবাজার জাতীয় সড়কে। বিশ্রামগঞ্জ পুষ্করবাড়ি এলাকার সুদাত্ত দেববর্মা তার টি আর০৭এ৬২৬৪ নম্বরের স্কুটি নিয়ে বাড়ি যাবার সময় সুভাষ দেববর্মাকে ধাক্কা দেয়। স্কুটির ধাক্কায় সড়কের পাশে পড়ে গিয়ে মাথা এবং হাতে আঘাত পান সুভাষ দেববর্মা। খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দফতরে। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা তাকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়।

আক্রান্ত ৯২ বছরের লক্ষ্ণী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি উদয়পুর, ১৩ জানুয়ারি।। প্রতিবেশী মহিলার হাতে আক্রান্ত ৯২ বছরের লক্ষ্মী রানি সরকার। উদয়পুর মাতাবাড়ি বনকুমারী স্কুল এলাকায় ঘটনা। তাকে মারধরের অভিযোগ প্রতিবেশী প্রফল্ল দেবনাথের স্ত্রীর



বিরুদ্ধে। আক্রান্তের মেয়ে জানান এদিন বিকেলে প্রফুল্ল দেবনাথের স্ত্রীর সাথে তার মায়ের লাকড়ি নিয়ে ঝগড়া হয়। বয়সের ভারে ন্যুজ লক্ষ্মী রানি সরকারের বিরুদ্ধে লাকড়ি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলেন প্রফুল্ল দেবনাথের স্ত্রী। লক্ষ্ম ী সরকার জানান তিনি নিজেই চলাফেরা করতে পারেন না, সেই জায়গায় লাকড়ি কিভাবে আনবেন তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন কিন্তু প্রফল্ল দেবনাথের স্ত্রী তা মানতে চাইছিলেন না। এনিয়ে তিনি ঝগড়া করতে থাকেন। একটা সময় বাঁশ নিয়ে ৯২ বছরের লক্ষ্মী রানি সরকারের হাতে আঘাত করেন প্রতিবেশী মহিলা। পরে বদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার হাতে ৯টি সেলাই লাগে। পরবর্তী সময় বৃদ্ধাকে নিয়ে তার মেয়ে ঘটনার বিচার চাইতে আরকে পুর থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন

আত্মহত্যার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি বিশালগড়, ১৩ জানুয়ারি।। ফের এক যুবতির ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ বাড়ির লোকজনের উপস্থিতিতে ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ১৮ বছরের ওই যুবতি। পরবর্তী সময়ে বাড়ির লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে তাকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক পূজা সাহা ওই যুবতিটিকে হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেন। প্রেম সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে যুবতির আত্মহত্যার চেষ্টা বলে জানা যায়

ক্ষেত্যজুর ইউনিয়নের ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বাগমা অঞ্চল কমিটির বগাবাসা প্রাথমিক কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন দাবি নিয়ে বগাবাসা পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন প্রদান কর হয়। ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য নেতা নারায়ণ ঘোষের নেতৃত্বে ৭ জনের প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত সচিবের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। নেতারা জানান, পঞ্চায়েত সচিব দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। পাশাপাশি তিনি আশ্বস্ত করেন বিষয়গুলো নিয়ে উধর্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবেন। নেতারা দাবি জানান, সব রেগা শ্রমিকদের বছরে ২০০ দিনের কাজ এবং ৩৪০ টাকা করে মজুরি প্রদান। কাজের শেষে সপ্তাহের মধ্যে মজুরি মিটিয়ে দিতে হবে। রেগার কাজে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ এবং যন্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে ছাত্রের বিকল হওয়ায় মারধর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে আটকে যাওয়া দুই যুবককে আটক করে পুলিশি হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশের এক অফিসার সহ তিনজনের নামে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। তদস্তের দাবি তুলেছেন তিপ্রা মথার প্রধান প্রদ্যোত দেববর্মাও। পুলিশের শাস্তির দাবি তুলেছেন টিএসএফ'র নেতা হামলু জমাতিয়া। সংগঠনের পক্ষে দাবি করা হয়েছে, লেক চৌমুহনির ট্রাফিক ভবনে নিয়ে জনজাতি অংশের দুই যুবককে মারধর করা হয়েছে। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে গাড়ি আটকে যাওয়ায় পুলিশ এ ধরনের আচরণ করেছে। দু'জনই কামালঘাটের একটি বেসরকারি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। এরা হলো অভিজিৎ দেববর্মা এবং এঞ্জেল রিয়াং। এই দুই যুবককে সার্কিট

হাউস থেকে আটক করেছে পুলিশ। অন্যরা ছুটে যান। তাদের দাবি, তাদের এনসিসি থানায় রাখা হয়েছে। জনজাতি অংশের এই দই যুবকের দাবি, তারা গাড়ি নিয়ে সার্কিট হাউসের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আগরতলার দিকে আসছিল। সামনে তাদের গাড়িতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আসার আগেই গাড়িটি রাস্তার কিনারায় নেওয়া হয়। যথারীতি মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ও চলে যায়। এমন সময় ট্রাফিক পুলিশের অফিসার কিশোর বণিক সহ তিনজন এসে তাদের লেক চৌমুহনিতে নিয়ে যায়। সেখানেই ট্রাফিক অফিসে নিয়ে দু'জনকে মারধর করা হয়েছে। দু'জনের গোপনাঙ্গেও আঘাত করা হয়। সেখান থেকে তাদের নেওয়া হয় এনসিসি থানায়। থানার মধ্যেও তাদের মারধর করা হয়। খবর পেয়ে টিএসএফ'র সাংগঠনিক সম্পাদক হামলু জমাতিয়া সহ

ট্ৰাফিক পুলিশ এজেল এবং অভিজিৎকে মারধর করেছে। গাডিতে গোলযোগ হতেই পারে। এ কারণে এভাবে মারধর করার কি অর্থ ? মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে গাডি আটকে গেলে কি মারধর করতে হয় ? যদিও পুলিশের হাতে আটক অভিজিৎ জানিয়েছেন, তাদের গাডির সামনে একটি অটো এসে গিয়েছিল। তাদের গাডির ব্রেক ধরতেই যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। পেছন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সাইরেন শুনতেই তারা নার্ভাস হয়ে যায়। কিন্তু কনভয় আটকায়নি। যথারীতি কনভয়ের গাড়ি আসার আগে গাড়িটি রাস্তার কিনারায় নেওয়া হয়। এরপরও তিনজন ট্রাফিক প্রলিশ মিলে আমাদের মারধর করেছে। এই ঘটনায় তিন ট্রাফিক পুলিশের বিরুদ্ধেও মামলা করতে গেছেন টিএসএফ'র সদস্যরা। ঘটনার তদন্তের দাবি উঠেছে।

১০৮টি এসপিও অফার কবে ছাড়বে ?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রশিক্ষণও শুরু হয়ে গেছে। তারা আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। এসপিও জওয়ান নিয়োগ নিয়ে আবারও অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন বঞ্চিত বেকাররা। ১০৮ জনের অফার এখনও পর্যন্ত ছাড়া হয়নি। উপযুক্ত প্রার্থী নেই বলে পরোক্ষভাবে অফারগুলি বাতিল করা হচ্ছে। বাস্তবে শাসকদলের নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে পুলিশ প্রশাসন এই ১০৮টি অফার ছাড়ছে না বলে অভিযোগ। এদের মধ্যে রয়েছে এয়ারপোর্ট থানা এলাকার

থানায় পুলিশ অফিসারদের কাছে বারবার চক্কর লাগালেও কারোর কাছ থেকে সঠিক উত্তর পাচ্ছেন না। মেধা তালিকায় নাম থাকার পরও অফার থেকে বঞ্চিত হলেন। টিএসআর'র পর এসপিও জওয়ান নিয়োগেও এই ধরনের বঞ্চনার অভিযোগ উঠেছে। বিনা কারণে মেধা তালিকা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন বেকাররা। তাদের বক্তব্য, যদি পার্টির লিস্ট দেখেই অফার দেওয়া হতো তাহলে সবাইকে ডাকার কি অর্থ



গোমতী জেলায় নব্য এসপিওদের ট্রেনিং শুরু। ছবি নিজস্ব

পেয়েছেন যার নামে থানায় অভিযোগ রয়েছে। শাসকদলের নেতার ছেলে ওই যুবক এক মহিলাকে নিয়ে টানাটানি করার অভিযুক্ত। কিন্তু তার নামেও অফার গেছে। অথচ বাদ পড়ে গেলেন এসপিও'র নিয়োগ র্যালিতে মেধা তালিকায় বাছাই হওয়া চার যুবক। এখনও পর্যন্ত ১০৮টি অফার ছাড়া হয়নি। এই চার যুবক আশায় ছিলেন তাদের নামে অফার আসবে। অন্যদিকে বাছাই হওয়াদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

বঞ্চিত চার প্রার্থী। তাদের বাদ দিয়ে ছিল ? বিনা কারণে আমাদের ডেকে এমন একজন এসপিও'র অফার হেনস্থা করা হয়েছে। আমরা আশায় ছিলাম এসপিও'র অফার পাবো। এখন বঞ্চিত হলাম। আগেও বাম আমলে এইভাবেই পার্টির অফিস থেকে তালিকা যেতো। এখনও এর ব্যতিক্রম হলো না। স্বরাষ্ট্র দফতর যোগ্য প্রার্থীদের এইভাবে বঞ্চিত করবে তা ভাবতে পারেননি বেকাররা। তারা এই ঘটনায় সৃষ্ঠ তদন্তের দাবি তুলেছেন। কিভাবে মেধা তালিকায় নাম না থেকেও অফার পান এই ঘটনার তদন্ত চাইছেন তারা।

মাঝরাস্তায় চালককে মারধর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি।। এক যুবকের মারে আহত গাড়ির চালক। এমনটাই অভিযোগ আক্রান্তের।



ম্যাজিক গাড়ি নিয়ে খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়া আসার সময় এই ঘটনা। ম্যাজিক গাড়ির সাথে এক যুবকের বাইকের ধাকা লাগে। এনিয়ে ঘটনাস্থলে উভয়পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বাকবিতন্ডা। দীর্ঘ সময় ধরে বাকবিতণ্ডার পর বাইক চালক ও ম্যাজিক চালক সিদ্ধান্ত নেন তারা তেলিয়ামুড়া থানায় এসে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবেন। কিন্তু ম্যাজিক গাড়ির চালক সঞ্জু দাস গাড়ি নিয়ে থানার উদ্দেশ্যে কিছুটা এগিয়ে অম্পি চৌমুহনি আসা মাত্রই বাইক চালক আচমকা গাড়ি থামিয়ে সঞ্জু দাসের উপর হামলে পড়ে বলে অভিযোগ। এতে আহত হন ম্যাজিক গাড়ির চালক সঞ্জু দাস। সঙ্গে সঙ্গে তাকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় গাড়ির চালক সঞ্জ দাস অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানান। এই ঘটনাকে কেন্দ্ৰ করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছডায়।

প্যাক্স নির্বাচন প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৩ জানুয়ারি।। অবশেষে পদত্যাগ জমজমাট

কদমতলা. ১৩ জানয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার জলাবাসা সমবায় সমিতি লিমিটেডের নির্বাচন হতে যাচ্ছে আগামী ২৮ জানুয়ারি। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করতে বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টা থেকে ২টা পর্যন্ত সমবায় সমিতির নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। গত ৩ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর এদিন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হলো। এবারের নিৰ্বাচনে মোট সাতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। নির্বাচনে সর্বমোট ১৭৬২ শেয়ারহোল্ডারের মধ্যে মোট সাতজন মনোনয়নপত্ৰ দাখিল করেন। এবারের নির্বাচনে পাঁচটি আসনের জন্য মোট সাতজন প্রতিদ্বন্দ্বীরা হলেন মদন মোহন নাথ, রীনা নাথ, ময়না দেবনাথ, মতিলাল দাস তালুকদার, সজল মালাকার, দীপক নাথ ও মানিক সূত্রধর। আগামী ২৮ জানুয়ারি সকাল ৮ টা থেকে জলাবাসা সমবায় সমিতির নির্বাচন শুরু হবে। ওই দিনই নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষে গণনা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে। এ দিনই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে জানান এবারের

নির্বাচন অফিসার জন্মজিৎ রায়।

অবশেষে প্রধানের পদত্যাগ

পত্র জমা দিলেন কমলাসাগর বিধানসভার পাথারিয়াদ্বার পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জনা রায়। যদিও দল ইতিমধ্যে প্রায় ১৭ দিন আগেই তাকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল। তিনি নিজের পদত্যাগ পত্র বিশালগড সমষ্টি আধিকারিকের কাছে জমা দিয়েছেন বলে খবর। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগে টিএসআর চাকরির অফার ছাড়া হয়েছিল। সেই তালিকায় ছিল না পঞ্চায়েত প্রধান অঞ্জনা রায়ের ছেলে আশীর্বাদ রায়ের নাম। তাই প্রধানের ছেলে তার মতো আরও কয়েকজন বঞ্চিত বেকার যুবককে নিয়ে দলীয় অফিস ভাঙচুর করেন বলে অভিযোগ উঠে। মধুপুর এবং রাস্তারমাথাস্থিত দলীয় অফিসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল তারাই। স্থানীয় এক নেতার বাড়িতেও তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠে তাদের বিরুদ্ধে। তাই ছেলের কার্যকলাপের জন্য তার মাকে শাস্তিস্বরূপ পদত্যাগ পত্র জমা দিতে বলা হয়। প্রথমে তিনি পদত্যাগ পত্র জমা দেননি। পরে অবশ্য তিনি দলের নির্দেশ মানতে বাধ্য হলেন।

যুব দিবসে জনসেবায় তৃণমূল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৩ জানুয়ারি।। ১২ জানুয়ারি বীর সন্যাসী চির গৈরিকথারী স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মদিন। ১৯৮৪ সালে ভারতবর্ষের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের পরই রাজীব গান্ধী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই পুণ্য দিবসটিকে জাতীয় যুব দিবস হিসাবে উদ্যাপনের। রাজীব গান্ধী নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি দিনটিকে গোটা দেশ উদ্যাপন করছে জাতীয় যুব দিবস হিসাবে স্মরণ করছে ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের আদর্শ অনুসারী যুবশক্তির প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দকে। এই বছর ১২ জানুয়ারি ছিল এই যুব দিবসের ৩৫তম সংস্করণ। ধলাই জেলা সদর আমবাসায় সরকারিভাবে এই মহতী দিবসটি উদযাপনের তেমন কোনও ছবি দেখা যায়নি। তবে এই দিবসটিকে জনসেবার মাধ্যমে যথার্থ উদ্যাপনে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস নামক সাম্প্রতিক শক্তি সঞ্চয় করা রাজনৈতিক দলটিকে। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের আমবাসার যুব নেতা-কর্মীরা তাদের দলীয় কার্যালয়ে স্বামীজির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের পর চান্দ্রাইছড়াস্থিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সকল রোগীদের মধ্যে ফল, মিষ্টি, দুধ, প্রাতরাশ এবং মাস্ক বিতরণ করে। এরপর আমবাসা বাজারে বহু গরিব মানুষের হাতে তুলে দেয় নতুন কম্বল ও মাস্ক। তেমন কোনও প্রচারের আলো না ছড়িয়ে জনসেবার মধ্য দিয়ে স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমবাসার যুব তৃণমূলিদের এই প্রয়াস সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ সাড়া জাগায়। তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রশংসনীয় কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন সুমন দে, উত্তম কলই, বাবুল সাহা (মনা) অসিত ঘোষ, পঙ্কজ দেবনাথ, মিঠন বিশ্বাস, পিন্টু দেব, বিদ্যা দেববর্মা প্রমুখরা।

জওয়ানদের ফিরিয়ে আনার জানালেন মানিক স

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে এখনও জারি আছে। আইন-শৃঙ্খলা দাবি করেছেন মানিক সরকার। শুধু **আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি**।। বাইরের বাজ্যের জওয়ানরা দিনের পর দিন রাজ্যে কর্তব্যরত টিএসআর কাজ করে চলেছে। ত্রিপুরার গর্ব জওয়ানদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা বছর খানিক আগে থেকেই মানিক সরকার। বৃহস্পতিবার মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই আবেদন জানিয়ে একটি চিঠিও দিয়েছেন। সম্প্রতি ছত্তিশগড়ের কয়লা খনিতে কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানদের দুরাবস্থা নিয়ে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। এছাড়া দিল্লিতে বহু আগে থেকেই কর্তব্যরত রাজ্যের টিএসআর জওয়ানদের দুরাবস্থা নিয়ে অভিযোগ উঠছিল। বাইরের রাজ্যে রাজ্যের টিএসআর জওয়ানদের ঠিকভাবে থাকার জায়গা পর্যন্ত দেওয়া হয় না বলে

অজান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। নতুন আতঙ্কে ভুগছেন ৬-আগরতলা কেন্দ্রের সুদীপ অনুগামীরা। আবার শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থায় যারা আছেন তারা পড়েছেন মহা বিপদে। তথ্য সংস্কৃতি দফতরের ব্যবস্থা পনায় ঐতিহ্যবাহী লাই-হারাওবা উৎসব ও মেলার যে আমন্ত্রণপত্র ও সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে সেখানে অনেক অতিথির নাম ছিলো। যদিও পরবর্তী সময়ে গোটা আয়োজন স্থগিত করা হয়েছে করোনা পরিস্থিতিতে, তারপরেও বলা সেই আমন্ত্রণপত্রে ছিলো না এলাকার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের নাম। বিষয়টি নিয়ে আয়োজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে একজন জানিয়েছেন, সুদীপ রায় বর্মণকে মৌখিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। তিনিও স্বীকার করেছিলেন আমন্ত্রণপত্রে এলাকার বিধায়কের নাম ছিলো না। কোনও এক অজানা আতক্তে সমস্ত আমন্ত্রণপত্র লোপাট করেছে কমিটির আতঙ্কগ্রস্থরা।

টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা বহির্রাজ্যে কর্মরত। ত্রিপুরার টিএসআর জওয়ানদের খারাপ অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও বিরোধী দলনেতা কোনও দিন মুখ খুলেননি। তিনি চুপ করেই ছিলেন। কখনো জওয়ানদের জন্য তাকে মুখ খুলতে দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এই প্রথম বিরোধী দলনেতা বহির্বাজ্যে কর্মরত টিএসআর জওয়ানদের দুরাবস্থা নিয়ে মুখ খুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে তিনি বলেছেন, বাইরের রাজ্যে পাঠানো টিএসআর জওয়ানদের থাকার অবস্থা ভালো নয়। বহু চেষ্টার পর বিশেষ করে রাজ্যের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা, আইন-শৃঙ্খলা-সহ এটা ক্ষতিকর। ত্রিপুরার প্রয়োজনে শান্তি সম্প্রীতি সুরক্ষার জন্য একের এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রশ্নে পর এক টিএসআর বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়া জওয়ানদের দ্রুত ফিরিয়ে আনতে হলেন মানিক সরকার।

অনুরোধ টিএসআর (আইআর ব্যাটেলিয়ন) জওয়ানদের রাজ্যের বাইরে স্বল্প সময়ের জন্য পাঠানোর বিধান রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে টিএসআর জওয়ানদের একটি অংশকে দীর্ঘ সময়ের জন্যই বাইরের রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে। এনিয়ে টিএসআর জওয়ান এবং তাদের পরিবার সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ। টিএসআর জওয়ানদের যে রাজ্যে পাঠানো হয়েছে সেখানে জওয়ানদের থাকা-খাওয়া-সহ আবশ্যক সহায়ক ব্যবস্থা যেভাবে থাকার কথা সেইভাবে নেই। এর পরিণামে জওয়ানদের বহু সমস্যায় সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এটা জওয়ানদের মনোবলেও আঘাত করছে। জওয়ানদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করছে। এটা কোনওভাবেই প্রত্যাশিত ছিল না। ত্রিপুরার জন্য

রক্ষার প্রয়োজনে দেশের সরকারের তাই নয়, ভবিষ্যতেও যাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য এই জওয়ানদের বাইরের রাজ্যে পাঠানো না হয় তার দাবিও তুলেছেন। এই চিঠির পর অনেকের মধ্যেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে। রাজ্যের টিএসআর জওয়ানদের বাইরে দীর্ঘ সময়ের জন্য পাঠানো শুরু হয়েছিল দুই বছর আগে থেকে। টিএসআর তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের বড় একটি অংশকে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল। সেখানেও জওয়ানদের ঠিকভাবে থাকার জায়গা দেওয়া হয়নি বলে অভি*যোগ উ ঠে* ছিল। এসব অভিযোগের মুখেই অনেক জওয়ান নানাভাবে ক্ষোভ জানিয়েছেন। অথচ বিরোধী দলনেতা অথবা বিরোধী দলগু লি এই ঘটনায় কোনওদিনও মুখ খুলেননি। অব**েশ**ষে জওয়ানদের থাকার খারাপ অবস্থা নিয়ে একটি ভিডিও বাইরের রাজ্যে পাঠানো ভাইরালহতেইমুখখুলতে বাধ্য



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। একেই বলে বিলম্বে বোধোদয়। প্রতিবাদী কলম'র ১২ জানুয়ারির সংস্করণে ৪-র পাতায় 'করোনা পরিস্থিতিতে লাই-হারাওবা মেলা, মুখ্যসচিবের নির্দেশ অমান্য' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। রাজ্য তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় এ

আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবশেষে পত্রিকায় তথ্য সংস্কৃতি দফতরের তরফে বিজ্ঞাপন দেওয়ার যা বোঝায়, সেই অর্থে অভয়নগর পুঁথিবা দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণে তার

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।।

আয়োজন নেই। কিন্তু পত্ৰিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যেভাবে প্রচার করা হয়েছে তাতে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পর সেই মেলা ও উৎসব চলে এসেছেন। বৃহস্পতিবার 'নামকাওয়াস্তে' করার সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক নিয়ম মেনে নিয়েছে। মেলা ও উৎসব বলতে লাই-হারাওবা উৎসবের সূচনা পর্বের পুজো শুরু হয়েছে।

এরপর দুইয়ের পাতায়

যুব কংগ্রেস

সভাপতি তন্ময়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। যুব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি তন্ময় চক্রবর্তী। সাংগঠনিক নির্বাচনের পর তার জয় শুধু ঘোষণার অপেক্ষা। এ সময়ে বীরজিৎপন্থী তন্ময় চক্রবর্তীকে নিয়ে নতুন করে রাজ্য যুব কংগ্রেসের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেছে। এই সময়ে যুব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনের জন্য যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন তারা হলেন --- তন্ময় চক্রবর্তী, অভিজিৎ সরকার, সিরাজ উল ইসলাম, রাকু দাস, সাহিন দেববর্মা, অনুপম পাল। এর মধ্যে তন্ময় চক্রবর্তী সবচেয়ে বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন। কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেস রাজনীতির সাথে থাকা তন্ময় চক্রবর্তী কঠিন সময়েও দলের নীতি আদর্শের প্রতি অবিচল ছিলেন। দাবি করা হচ্ছে, মাঠে থেকে যারা যুব কংগ্রেসের আন্দোলন করছেন, তাদের মধ্যে তন্ময় চক্রবর্তী অন্যতম।শুধু তাই নয়, প্রতিদ্বন্দীদের মধ্যে কাউকেই তেমনভাবে মাঠে না দেখা গেলেও তন্ময় চক্রবর্তী যে ময়দানমুখী ছিলেন তা অনেকের মুখেই শোনা যায়। তবে এই সময়ের মধ্যে তন্ময় চক্রবর্তী ছাড়া অন্যান্যদের নিয়ে কোনও কোনও মহল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর ব্যাখ্যা করতে চাইছে। বীরজিৎপন্থী তন্ময়কে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা। বীরজিৎ সিনহাকে সামনে রেখে কংগ্রেস যে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছে সেখানে তন্ময় চক্রবর্তী যুবকদের অনুপ্রেরণার নেতা। বলা যায়, যুব শক্তির ব্যাটন তন্ময়ের হাতে তুলে দিয়ে বীরজিৎবাবু লড়াই তেজি করবেন।

যুব দিবসে

পারিষদ নন্দ দুলাল দেবনাথকে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন তেলিয়ামডা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. কিশোর রায়, প্রত্যয় সামাজিক সংস্থার সহসভাপতি অসীম পুরকায়স্থ, সম্পাদক অর্জুন সাহা সহ আরও কয়েকজন। প্রত্যয় সামাজিক সংস্থা থেকে এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে। পিএটি'র রামনগর

2018

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন করল উত্তর যোগেন্দ্রনগরের প্রত্যয় সামাজিক সংস্থা। অনুষ্ঠানে ২৮নং ওয়ার্ডের পুর

বলেছেন, একবার ইন্দিরা গান্ধি ভাষণ দিচ্ছিলেন ওই সময় তার উপর 'বস্তু' নিক্ষেপ করা হয়। আক্রান্ত অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধি ঘোষণা দিয়েছিলেন যারা তাকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বীরজিৎ সিনহা এও বলেছেন, জনসভার পর থেকে রাজ্যে আগর তলা, ১৩ জানুয়ারি।। আসলে তিনি তো এভাবেই কথা কোভিড-এর পুনঃ সংক্রমণ ক্রমশ মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে বসে যে বলেন। বীর্জিৎ সিনহা এও আগ্রাসীরূপধারণকরেছে।এরকম একটি কঠিন পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসী গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো কোভিড মোকাবিলায় বিশেষ করে কোভিড-র নতুন সংস্করণ ওমিক্রন নিয়ন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রী তার সরকারের পদক্ষেপের কথা বলবেন সাংবাদিক সম্মেলনে। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে ১২ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী কোভিড-র নতুন প্রবাহের মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রস্তুতি সম্পর্কে যা শোনালেন তা অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক। জিতেন চৌধুরী তার দলের তরফে বক্তব্যে বলেছেন, এর মধ্যে দিয়ে রাজ্যে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের জনস্বাস্থ্য কোভিড নিয়ে ধারাবাহিক উদাসীনতা ও দায়বদ্ধতাহীনতার ছবিই পনরায় ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী রাজ্য সরকারের এ জাতীয় ভমিকার উদ্বেগ প্রকাশ করে বিভিন্ন দাবি তদন্তের কথা যেখানে বলা হচ্ছে চৌধুরী তার লিখিত বক্তব্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা, গণ পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া, কোভিড এরপর দইয়ের পাতায়



সেহা নং

নিগম

তাং-১৩/০১/২০২২

—ঃ পুর বিজ্ঞপ্তি ঃ— এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের সুবিধার্থে জানানো যাচ্ছে যে কোভিড সংক্রমিত পরিবারের বাড়ির আবর্জনা যত্রতত্র ফেলবেন না। আপনাদের নিক্ষেপিত আবর্জনার

আগরতলা পুর নিগম বাসিদের করোনার সংক্রমণ হতে সুরক্ষার কথা চিন্তা করে নিম্নলিখিত হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করলে আগরতলা পুর নিগমের কর্মচারীবৃন্দ কোভিড সংক্রমিত পরিবারের বাড়ির আবর্জনা বিনামূল্যে সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে।

জোনাল অফিস ভিত্তিক

ক্রমিক নং	জোন	নাম	ফোন নং
>	সেন্ট্রাল জোন	শ্রী যুবরাজ সরকার (অটো ক্রমিক নং-১২)	৯৪৩৬৯১৮৩২ ৫
২	নৰ্থ জোন	শ্রী বিষ্ণু সরকার (অটো ক্রমিক নং-৭৬)	৯৭৭৪১৪৯১৪৫
•	ইষ্ট জোন	মহঃ আলামিন মিঞা (অটো ক্রমিক নং-৪৩)	৯৩৬৬৩৪৩৭১৮
8	সাউথ জোন	শ্রী রাকেশ দাস (অটো ক্রমিক নং-৫৯)	৮৭৩২৮৭৪৫৬৮

আগরতলা পুর নিগম ক্রমিক সংখ্যা — ৪০৫

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৪০৪ এর উত্তর 5 2 7 4 8 6 3 9 1 3 8 9 5 2 1 7 6 4 6 4 1 3 9 7 2 8 5 2 1 8 6 7 9 4 5 3 4 9 5 8 3 2 1 7 6 7 3 6 1 5 4 9 2 8

1 5 2 7 4 8 6 3 9

9 6 3 2 1 5 8 4 7

8 7 4 9 6 3 5 1 2

9 5 8 8 3 5 4 5 2 3 8 5 1 3 5 4 5 8 3 5 2 4 3 8 4

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : পারিবারিক ব্যাপারে প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিদ্নের যোগ 🕺 আছে।

বৃষ : পারিবারিক ব্যাপারে পিফল্ব ব ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে 📗 সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক । অর্থ ভাগ্য শুভ। চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন। মিথুন: সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে

সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পাওয়া যাবে। অকারণে । ক্ষতিবাঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা । পারেন। দিনটিতে সতর্ক দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার । থাকবেন। মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও | মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে। পারিবারিক ব্যাপারে

কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু মনোকস্টের যোগ আছে।

উন্নতির যোগ আছে। | পাবে।সরকারিভাবে কর্মেউন্নতির আর্থিক ক্ষেত্রে। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। | চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা। পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া i যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা

চিন্তিত হতে পারেন। কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীরা ্রান্যক চাপ এবং। দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে । অধিক উৎকর্ম্ম ক্রম্মি অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং ^l

বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে

থাকবেন। ব্যবসায়ে লাভবান হবার যোগ আছে।

সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। | ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল। শিল্প সংস্থায় কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি

যত্নবান হওয়া দরকার। বৃশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত করতে হবে। সরকারি

কর্মে নানান ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। ____ মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি | স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিস্তা থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির | ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে।

ধনু : দিনটিতে কর্মে বাধা-বিস্ফল ি≫ অগ্রসর হতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন

মিকর : সরকারি কর্মে চাপ ও কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে | দায়িত্ব বৃদ্ধি। উর্ধ্বতনের সঙ্গে

আছে। কর্মস্থান বা কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ 😢 👌 আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না। তবে কোন অসুবিধা হবে না। কুম্ভ: প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত সিংহ: প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক | ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি

ভাব শুভ। ব্যবসায়েও লাভবান হবার লক্ষণ আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে

পারে। মীন: পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান

থাকবেন। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার দিন। তুলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের | সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ

সভাপতিমগুলী সভা পরিচালনা করেন। জিপিএটি'র সংগঠন সম্পাদক বাদল বৈদ্য সভার উদ্বোধন করে বলেন, ভয় ভীতি ও বিপ্রান্তি জয় করেই এগিয়ে যেতে হবে। সাধারণ সভাগুলোই সংগঠনের শক্তিকেন্দ্র। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক সমরেন্দ্র ধর। প্রতিনিধিদের আলোচনার পর সেটি গৃহীত হয়। সভায় প্রধান বক্তার ভাষণে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র বণিক বলেন, ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে পেনশনারদের জীবনধারণ কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ সরকার প্রাপ্য মহার্ঘ রিলিফ মঞ্জুর করছে না। গত চার বছরে মাত্র তিন শতাংশ মহার্ঘ রিলিফ মঞ্জুর করা হয়েছে। এখনো বকেয়া রয়েছে আঠাশ শতাংশ। চিকিৎসা ভাতা সেই পাঁচশ টাকাই রয়ে গেছে। উৎসব অনুদানও

পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা'র রামনগর জোনের অস্টম বার্ষিকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিমল কান্তি চক্রবর্তী, ননী গোপাল গাঙ্গুলি ও মহামায়া চক্রবতীকে নিয়ে গঠিত বাড়ানো হচ্ছে না। এসব বঞ্চনা দূর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হলেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। সরকার অসৌজন্যমূলক আচরণ করছে। আলোচনার কোনও সুযোগ মিলছে না। এ অবস্থায় নিজেদের প্রাপ্য আদায়ে সরব হতেই হবে। সেজন্য চাই সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি। প্রতিটি এলাকায় সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে। নিয়মিত অশক্ত, প্রবীণতম মানুষের খোঁজখবর নিতে হবে। নতুন পেনশনার ও পারিবারিক পেনশনারদের সদস্য করার প্রয়াস চালাতে হবে যাতে নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার

সম্পাদক ও মুখপত্র প্রবীণ-র

সম্পাদক প্রবীর সরকার সদস্যদের

জোনের সাধারণ সভা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নিভা ভট্টাচার্য। সভায় পঁয়ত্রিশ নিবিড় করা এবং মুখপত্রের গ্রাহক, পাঠক বৃদ্ধি ও লেখা সংগ্রহের উপর

জোর দেন। সভায় জোনের সাতজন প্রবীণতম সদস্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তারা হলেন রথীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, শুধাংশু ভূষণ দত্ত, অসিত রঞ্জন কর, উমাপদ দত্তগুপ্ত, ননী গোপাল গাঙ্গুলি, সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী জনকে নিয়ে নতন কমিটি গঠিত হয় সভাপতিও সম্পাদকনির্বাচিতহন বিমল কান্তি চক্রবর্তী ও রামপ্রসাদ মজুমদার। চারজন সহসভাপতি নির্বাচিত হন-সমরেন্দ্র ধর, ননীগোপাল গাঙ্গুলি মহামায়া চক্রবর্তী ও শম্ভ পাল। দুইজন সহসম্পাদক নির্বাচিত হন দিলীপ চক্রবর্তী ও গৌরী শঙ্কর কুণ্ডু।

No. F.1 (viii)/Procurement & repairing/Accounts/NHM/MS/DDH/ Kli/Dli/2021-22/D. No.

> Government of Tripura Office of the Medical Superintendent Dhalai District Hospital, Kulai

Dated. Kulai, the 11th January 2022. Sealed Tenders for monthly rental for canteen at Dhalai District Hospital, Kulai, Ambassa, Dhalai Tripura are hereby invited from the registered SHG(registered under NRLM).

05:00 PM The tenders will be opened at 11:00 AM/PM on 25/01/

The Last date of tender submission is till 24/01/2022 up to

2022, if possible The details of Tender Documents may be collected from the Office of the Undersigned up to 04:00 PM on any working day till 24/01/2022.

Sd/- Illegible Medical Superintendent Dhalai District Hospital, Kulai, Dhalai, Tripura

No. F.1 (viii)/Procurement & repairing/Accounts/NHM/MS/DDH/ Kli/Dli/2021-22/D. No.

Government of Tripura Office of the Medical Superintendent Dhalai District Hospital, Kulai

Dated. Kulai, the 11th January 2022. The undersigned on behalf of the Dhalai District Hospital invites bids for auction of the materials from eligible bidders. The last date of tender submission is till 25/01/2022 up to 05:00 PM. The Tenders will be opened at 11:00 AM/PM on 27/ 01/2022, if possible.

The details of Tender Documents may be collected from the Office of the Undersigned up to 04:00 PM on any working day till 25/01/2022. Sd/- Illegible

> Medical Superintendent Dhalai District Hospital. Kulai, Dhalai, Tripura

আজ রাতের ওযুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আবর্জনা সাফাইয়ে ডিজিপি'র সঙ্গে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে শামিল পুলিশের অন্যান্য অফিসাররাও ছিলেন। আইপিএস ভিএস যাদব বলেন, আমাদের চারপাশেই আবর্জনা

ফাহ করলেন ডি

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। সাফাই অভিযানে নামলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি ভিএস যাদব। বৃহস্পতিবার তিনি নিজেও অন্য পুলিশকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নেমেছিলেন। এডিনগর পুলিশ লাইনে সাফাই অভিযান করা হয়।

মুক্ত রাখা খুবই দরকার। করোনা অতিমারির মধ্যে আমাদের

হয়েছেন। এদিকে, পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে পুলিশ গ্যালারি ঘুরে দেখেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। এই জায়গায় ত্রিপুরা পুলিশের ইতিহাস চারপাশকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং বীর ত্বের কাহিনিগুলি জরুরি।এইউদ্দেশ্যেইপুলিশ কর্মীরাও ছবিতে প্রদর্শনী করা হয়েছে।

ভোগ্যজনক বললেন বীরজিৎ জতেন বললেন হতাশাব্যাঞ্জক

সাংবাদিক সম্মেলন করলেন তার প্রসঙ্গ নিয়ে রাজনৈতিক তর্কযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেস এবং সিপিএম শীর্ষ নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনের পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। বীরজিৎ সিনহা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী যে কথাগুলো বলেছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে কিছু বলা সেটা তার ইচ্ছের মধ্যেও নেই। তারপরও প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে যে কথাগুলো তুলে ধরেছেন, সেটার বিষোদ্গার করার ইচ্ছা না থাকলেও বলতে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের বিষয়টিকে সামনে এনে সত্যিকারের তদত্তে প্রভাব ফেলছেন তিনি। যে পাঞ্জাবের ঘটনার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন ছিলো সেই ঘটনাটি এখন সুপ্রিম কোর্টের বিষয়। বীরজিৎ সিনহা এই দাবি করে বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আগেই কেন এমন মন্তব্য করে সাংবাদিক সম্মেলন ? তার পেছনে সেখানে এই ধরনের মন্তব্যকে

বলেছেন, গত ৪ জানুয়ারি স্বামী

উদ্দেশ্য করে যা নিক্ষেপ করেছে তারা কেনইবা নিক্ষেপ করলো তার সিনহা বলেছেন, বিজেপি নতুন দল।তার বয়স বেশি নয়।তারা তো আরএসএস'র কথা বলছে। অথচ আরএসএস'র লোক নাথুরাম গডসে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করেছে। তারা তো নাথুরাম গডস-র প্রতিনিধি। তাদের মুখেই এসব কিছু মানায়। বীরজিৎ সিনহা বলেন, পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। যারা ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন তাদের সাত

কারণ বের করতে হবে। বীরজিৎ শতাধিক লোক হারাতে হয়েছে। দীর্ঘ আন্দোলন করেছেন। বীরজিৎ সিনহা বলেন, একজন রাষ্ট্রনেতা

হতে গেলে তাকে সহনশীল হতে উত্থাপন করেছে। দাবিগুলোর হয়। যেটা ইন্দিরা গান্ধি পেরেছেন, মধ্যে রয়েছে কোভিডের নতুন তারপর আর কেউ পারেননি। সংস্করণ, ওমিক্রন শনাক্তকরণে কি কারণ রয়েছে? নিরপেক্ষ সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন প্রতিটি মহকুমায় দ্রুত পর্যাপ্ত কিটস্

	Si anna materia san (Si
অ	াগরতলা পুর নি
%: F.2 (PN)/PRO/ PUB/AMC/	আগরতলা

মাধ্যমে করোনার সংক্রমণের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

পুর নাগরিকদেরকে এই সুবিধা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	জোন	নাম	ফোন নং
>	সেন্ট্রাল জোন	শ্রী যুবরাজ সরকার (অটো ক্রমিক নং-১২)	৯৪৩৬৯১৮৩২৫
২	নৰ্থ জোন	শ্রী বিষ্ণু সরকার (অটো ক্রমিক নং-৭৬)	৯৭৭৪১৪৯১৪৫
•	ইষ্ট জোন	মহঃ আলামিন মিঞা (অটো ক্রমিক নং-৪৩)	৯৩৬৬৩৪৩৭১৮
8	সাউথ জোন	শ্রী রাকেশ দাস (অটো ক্রমিক নং-৫৯)	৮৭৩২৮৭৪৫৬৮
			ধন্যবাদান্তে

4

2

5

8

9

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার

উদ্বোধনের অপেক্ষায় সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৩ জানুয়ারি।। চলছে শেষ পর্যায়ের কাজ। মার্চ মাসের মধ্যেই উদ্বোধন হতে চলেছে সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একলব্য ক্যাম্পাসের নবনির্মিত দালান

ক্যাম্পাসের নতুন দালানবাড়িটি বৃহস্পতিবার পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এদিন তিনি সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দালান বাড়িটি ঘুরে দেখেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাড়িটির। মোহনপুর মহকুমার আলোচনা করেন। পরে অন্তর্গত লেম্বুছড়াস্থিত একলব্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, গত ৪ জানুয়ারি রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত দালান বাডিটি উদ্বোধনের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি এটির উদ্বোধন করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দুই মাসের মধ্যে লেমুছড়াস্থিত সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত দালান বাডিটি উদ্বোধন করার পরিকল্পনা রেখেছে সরকার। উদ্বোধনের আগ মুহূর্তে তার পরিকাঠামো দিক খতিয়ে দেখতে এদিনের এই পরিদর্শন বলে জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি উদ্বোধন হওয়ার পর রাজ্য এবং বহির্রাজ্যের শিক্ষানুরাগীদের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক লাভদায়ক হবে বলেও জানান তিনি।

জমি বিবাদে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. কদমতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। কদমতলা থানাধীন বরগোল পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ডের ফারুক মিয়া এবং দুলু মিয়ার মধ্যে জমি



সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে সংঘর্ষ ঘটে। ফারুক মিয়া তার নিজের জায়গায় বেড়া নির্মাণ করতে গেলে দুলু মিয়া বাধা দেয়। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে গুরুতরভাবে আহত হন ফারুক মিয়া, তমিরুন নেসা, আজিরুন বেগম এবং রুফিনা বিবি। অপরদিকে আহত হয়েছেন দুলু মিয়া এবং গোলাইস মিয়া। উভয় পক্ষের আহত ৬জনকে তাদের আত্মীয় পরিজনরা কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। তবে ফারুক মিয়ার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তের পর একটি মামলা হাতে নিয়েছে। সেই মামলায় দিলোয়ার হোসেন (২৬) এবং শিলু মিয়াকে (২৭) আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। উভয় পরিবারের তরফ থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করা হয়েছে।

ঠিকেদারি সংস্থার বদান্যতায় এলাকাবাসীর ভোগান্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিলোনিয়া,১৩ জানুয়ারি।। এলাকার কাউ নিলর। বিষয়টি বানভাসি অবস্থা এলাকাবাসীদের। ঘটনা বিলোনিয়া পুর পরিষদের রামকৃষ্ণ কলোনি সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জাতীয় নিৰ্মাণ কাজে এনএইচআইডিসিএল এর অধীনে বরাত পাওয়া ঠিকাদারি কাজে নিযুক্ত সতীশ প্রসাদ কনস্ট্রাকশন এ কর্মরত সুপারভাইজারের অজ্ঞতার কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি

ঠিকাদারি কোম্পানির বদান্যতায় খতিয়ে দেখে বিস্তারিতভাবে কথা বলেন ডিডাব্লিউএস দফতরের এক আধিকারিকের সঙ্গে। কিন্তু বরাত পাওয়া ঠিকাদারি কোম্পানি নানানভাবে দফতরের সহিত চুক্তিপত্ৰ অনুযায়ী সহযোগিতা না করার ফলে ঠিকাদার কোম্পানির উপর একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে মেরামত করার বিষয়ে সরাসরি অমত প্রকাশ করে দফতরের আধিকারিক। অবশেষে এলাকার হয়েছে বলে এলাকাবাসীদের দাবি। জনগণের পানীয় জল পরিষেবার ড্রজার দিয়ে লোক নিয়োগ করে ক্ষেত্রে এবং জলমগ্নতা থেকে রেহাই নির্মাণকার্য করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ পাওয়ার স্বার্থে আগামী ২৪ ঘন্টার কলোনি স্থিত মূল সড়কের পাশে মধ্যেই ফেটে যাওয়া পাইপলাইন



ডিডব্লিউএস দফতরের অধীনে সারাই করে দেওয়ার জন্য রাজি হয় জলের পাইপলাইন কেটে ফেলার ফলে নিকটস্ত পরিবারগুলো জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তৎসঙ্গে দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা অবধি জলের পরিষেবা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ জানান ভোগান্তির শিকার হওয়া এলাকাবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে

দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক। যদিও পাইপ লাইন ফেটে যাওয়ার ফলে উক্ত এলাকাবাসী দুঃসহ অবস্থায় পরিণত হয়। সেইসঙ্গে জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অনেকটাই ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের।

জহয়ে রয়েছে গ্রামবাংলার

আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে প্রায় সবখানে। শহর থেকে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান পাল্টে গেছে। মাটির বাড়ির স্থলে উঠেছে ইটের দালান। কুঁড়েঘরের স্থান নিয়েছে পাকা ভবন। মানুষের জীবনযাত্রাকে আরো সহজ করতে তৈরি করা হয়েছে নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি, ব্যবহার হচ্ছে নানারকম সব প্রযুক্তি। এসব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে হারিয়ে যেতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাথে সাথে সেসব ঐতিহ্য হারিয়ে সেই গ্রামের জনৈক এক গৃহস্থ্যের তে লিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি।। যাচ্ছে। কালের বিবর্তনে ঢেঁকি এখন বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল ঢেঁকির শুধ ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করে। দিন দিন ঢেঁকিশিল্প বিলুপ্ত হলেও একে সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ নেই। তারপরেও বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এখনো গ্রামবাংলার মধ্যে বর্তমান রয়েছে। বাঙালিদের চিরাচরিত পার্বণ এর মধ্যে পৌষ সংক্রান্তি হল অন্যতম। এই পৌষ সংক্রান্তিতে সর্বকালেই পিঠে তৈরী সহ নানাহ প্রচলন রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই পিঠে তৈরির সরঞ্জামও নিত্য নতুন হয়ে গেছে।



ঐতিহ্য। পাল্টে গেছে গ্রামের চিত্র। এই আধুনিক যন্ত্রপাতি আর প্রযুক্তির আড়ালে চাপা পড়ে গেছে গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকি। এখন ঢেঁকির আর দেখাই মেলে না। 'ধান ভানি রে, ঢেঁকিতে পার দিয়া। ঢেঁকি নাচে আমি নাচি, হেলিয়া দুলিয়া। ধান রে।' গ্রামবাংলার তরুণী-নববধূ, কৃষাণীদের কণ্ঠে এ রকম গান এখন আর শোনা যায় না। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র আবিষ্কারের

সেই পুরোনো দিনের পিঠে তৈরির ঢেঁকির দেখা পাওয়া খুবই কষ্টকর। বিশেষ করে এই সব গ্রামাঞ্চলেই দেখা যেত। কিন্তু বৰ্তমানে কিছুটা হলেও গ্রামাঞ্চলে আধুনিকের ছোঁয়া লেগে গেছে। ফলে প্রায় বিলুপ্তির পথে ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকি। তবে আজকের দিনে সেই ঢেঁকির খোঁজ পাওয়া গেল তেলিয়ামুড়া শহর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দুরে মহারানিপুরের কপালিটিলা গ্রামে।

মাধ্যমে চালের গুঁড়ো, মাশকলই ডালের গুঁড়ো করার দৃশ্যটি। বর্তমান সময়ে এমন দৃশ্য দেখা বড়ই বিরল। অতীতে পিঠে তৈরির চালের গুঁডোর জন্য ব্যবহার করা হতো ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকি। কিন্তু এখন নতুন সরাঞ্জাম দিয়ে তৈরী হয় পিঠে। এই টেকির প্রসঙ্গে গৃহবধুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, ছোটবেলা থেকেই মা-ঠাকুম্মা থেকে ঢেঁকির কাজ করার পদ্ধতি শিখেছেন। যা বর্তমানে স্বামীর বাড়িতে এসেও ঢেঁকিতে চালের গুঁড়ো সহ নানা মসলার গুঁড়ো করেন। তিনি আরো জানান, বর্তমান সময়ে গ্রামাঞ্চলেও এই ঢেঁকি পাওয়া যাবে না। তাঁদের এই ঢেঁকি বহু পুরোনো। কিন্তু এখন গ্রামাঞ্চলের গৃহবধূরাও ঢেঁকির ব্যবহার করতে জানেন না। সেই শহরের মতোই মেশিনের মাধ্যমে সমস্ত ধরনের গুঁড়ো করে নেয়। ফলে এখন ঢেঁকির কাজের আগ্রহ নেই। আর ঢেঁকি দিয়ে গুঁড়ো করতে গেলেও বহু পরিশ্রম হয়। তাই ঢেঁকি এখন প্রায় বিলুপ্তি হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে আজও হাতে-গোনা কয়েকটি বাড়িতে সেই ঢেঁকির মাধ্যমে চালের গুঁড়ো করে পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে পুলি তৈরি করার প্রচলন রয়েছে বলেও বক্তব্য জনৈক গৃহবধূর। তবে বর্তমানে ডটকমের যুগে প্রায় সমস্ত প্রাচীন প্রচলিত ব্যবহারই আজ হারিয়ে গেছে। তবুও ঢেঁকির তৈরি পিঠের স্বাদ একটু আলাদারই।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। শহরে এক গৃহবধুকে অপহরণের অভিযোগ উঠলো। অভিযোগ বাদল গোস্বামী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পূর্ব মহিলা থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ অভিযোগ নিয়ে অপহৃতা বধূকে উদ্ধার করেছে। তাকে হোমে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, থানায় মামলাটি করেছিলেন ভানু চক্রবর্তী। তার বক্তব্য, তিন বছর আগে তেলিয়ামুড়ার ভবানী ভট্টাচার্যকে সামাজিকভাবে বিয়ে করে ছিলেন। তাদের সংসারে একটি সন্তানও রয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে ভবানী জয়নগরের বাসিন্দা বাদল গোস্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে শুরু করে। স্ত্রীকে বাড়িতে ধরলেই রেগে যেতো। কোনও কথাই বলা যেতো না। গত ৭ জানুয়ারি পালিয়ে যায় ভবানী। এই ঘটনায় তিনি বৃহস্পতিবারই সকালে পূর্ব মহিলা থানায় অভিযোগ জানায়। অভিযোগ জানানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ গিয়ে আটক করে আনে বাদলকে। ডেকে এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সময় জানা গেছে, হিরন্ত ত্রিপুরাও যাচ্ছিল না তখনই স্থানীয়রা হিরন্ত বিলোনিয়া, ১৩ জানুয়ারি ।। ওইদিন লিচু বাগানে ছিল। ত্রিপুরার শরীরে আঘাত দেখতে গৃহবধূকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত হিরন্ত ত্রিপুরাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলো বিলোনিয়া দক্ষিণ জেলা ও দায়রা আদালত। ১৭ জনের সাক্ষ্য-বাক্য গ্রহণ এবং তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত অভিযুক্ত হিরন্ত ত্রিপুরাকে দোষী সাব্যস্ত করে। ২০২০ সালের ৫ অক্টোবর বাইখোড়া থানা এলাকায় সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। ঘটনার প্রায় এক বছর তিন মাস পর মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি আইনজীবী আক্তার হোসেন মজুমদার জানান, এক সন্তানের জননীকে হত্যার পর সরকারি লিচুবাগান এলাকায় তার দেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ওইদিন মহিলা লাকড়ি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারা অনেক খোঁজাখুঁজির পরও মহিলার হদিশ পাননি। শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। পরবর্তী

গৃহবধূকে কাছে পেয়ে সে পাশবিক পান। সেই সূত্র ধরে পুলিশ তদন্ত



মধ্যে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি হয়। সেই ধস্তাধস্তির সময় মহিলার নখের আঘাত লাগে হিরন্ত ত্রিপুরার শরীরে। শেষ পর্যন্ত সেই আঘাতই তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ মহিলাকে যখন খুঁজে পাওয়া

সহ চার

রাজ্যে যান দুর্ঘটনা বন্ধ নেই। ফের

বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়ায় পৃথক

দুটি যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে

আহত হয় ৮ বছরের শিশু-সহ

চারজন। প্রথম ঘটনা করইলং

এলাকায়। সেখানে বাইক এবং

অল্টোর মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।

টিআর-০৬-এ-৭৪১৮ নম্বরের

বাইকে চেপে তুইসিন্দ্রাইয়ের দিক

থেকে তিন যুবক তেলিয়ামুড়ার

আসার

টিআর-০৬-বি-০৫৪০ নম্বরের

অল্টো গাডির সাথে সংঘর্ষ ঘটে

বাইকে ছিলেন প্রসেনজিৎ সরকার,

বাড়ি মহারানিপুর, পিটন দেবনাথ

বাড়ি তুইচাকমা। তাদের সাথে

আরও এক যুবক ছিল। তবে তার

নাম জানা যায়নি। দুর্ঘটনায়

তিনজন আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা

খবর দিলে অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা

এসে আহতদের উদ্ধার করে

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে

যান। কিন্তু তাদের শারীরিক অবস্থা

আশঙ্কাজনক দেখে রেফার করে

দেওয়া হয় জিবি হাসপাতালে।

অন্যদিকে, তেলিয়ামুড়ার বালুছড়া

এলাকায় ইকো গাড়ির ধাক্কায় এক

শিশু গুরুতর আহত হয়। তাকেও

তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল থেকে

থানায় এনে জেরা করা হয়। তখনই সে জানায়, পাশবিক লালসা চরিতার্থের পর বধূকে হত্যা করেছে। এমনকী মহিলার খুনের ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ লোপাট করে। কিন্তু তার সেই

পরবতী সময় তার বিরুদ্ধে বাইখোড়া থানায় ধর্ষণ ও খুনের মামলা দায়ের করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩৭৬ (১)/ ৩০২/২০১ ধারায় মামলা রুজু হয়। পরবর্তী সময় তদন্ত শেষে পুলিশ চার্জশিট জমা দেয়। ১৭জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয় এই মামলায়। বৃহস্পতিবার জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক আশুতোষ পাণ্ডে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা-সহ অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ (১) ধারায় ১০ বছরের কারাদণ্ড সাথে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে দুই মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১ ধারায় এক মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। সব সাজাই এক সাথে কার্যকর হবে বলে সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন।

চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। পুলিশ

হিরন্ত ত্রিপুরাকে সাথে নিয়েই

মহিলার মৃতদেহ খুঁজে বের করে।

শান্তিরবাজারের চুরির সামগ্রী উদ্ধার উদয়পুরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জানুয়ারি ।। শান্তিরবাজার থেকে চরি যাওয়া বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে উদয়পুরের গকলপুর এলাকায়। বৃহস্পতিবার শান্তিরবাজার থানা এবং আরকেপুর থানার পুলিশ যৌথ উদ্যোগে গকুলপুর এলাকায় এক দোকানে হানা দেয়। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় বিভিন্ন চুরি যাওয়া সামগ্রী। জানা গেছে, শান্তিরবাজার এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল দুষ্কৃতিরা। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পর তারা তদন্ত শুরু করে। সেই তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে চুরি কাণ্ডের সাথে উদয়পুরের যোগসূত্র আছে। তারা সোর্স মারফত খবর পেয়ে আরকেপুর থানা এলাকায় একটি। দোকানে হানা দেয়। সেখানেই চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হয়। পুলিশ এই



ঘটনায় দু'জনকে জালে তুলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, আরও কিছু তথ্য তাদের হাতে এসেছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে আরও কিছু জায়গায় অভিযান চালানো হতে পারে। পুলিশের বক্তব্য, যে দু'জনকে আটক করা হয়েছে তাদের জেরা করে হয়তো আরও কিছু তথ্য জানা যেতে পারে। এখন দেখার পুলিশ তদন্তে নেমে কতটা এগিয়ে যেতে পারে।

লিশের কল্যাণ ভাণ্ডার চাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। পুলিশকর্মীদের জন্য চালু হলো কল্যাণ ভাণ্ডার। বৃহস্পতিবার এডিনগর পুলিশ লেনে কেন্দ্রীয় পুলিশ কল্যাণ ভাণ্ডারের উদ্বোধন করলেন ডিজিপি ভিএস যাদব তিনি জানান, পুলিশকর্মীদের জন্যই এই কল্যাণ ভাণ্ডার চালু করা হয়েছে এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী পাওয়া যাবে। পুলিশ পরিবারের সদস্যরা এখান থেকে কম দামে জিনিসপত্র কিনতে পারবেন। যে কারণে তাদের টাকার সাশ্রয় হবে। তাদের সাশ্রয়ের কথা চিন্তা করেই কল্যাণ ভান্ডারটি স্থাপন করা হয়েছে। কল্যাণ ভাণ্ডার স্থাপন অনুষ্ঠানে পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে আরও বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়েছে রাজ্য পুলিশ। এর অঙ্গ হিসাবেই পুলিশের কল্যাণ ভাণ্ডারের নাম দিয়ে স্বল্পমূল্যে কেনাকেটার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে পুলিশ কর্মীদের জন্য। এদিকে, পুলিশ সদর দফতরে আগে থেকেই ক্যান্টিন রয়েছে। এই ক্যান্টিন থেকে কম দামে প্রলিশ কর্মীরা জিনিসপত্র কিনতে পারছেন। এই দফায় আরও বড় পরিসরে পুলিশ লেনে ক্যান্টিন চালু করা হয়েছে। পুলিশ লেনে বহু পরিবার সরকারি আবাসে থাকেন। এই পরিবারগুলিকে বাজারের রাস্তায় দোকানগুলিতে যেতে হয়। এই পরিবারগুলি স্বল্পমূল্যে পুলিশ লেনের মধ্যেই জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে পারবেন।

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER **ELECTION TO THE TRIPURA VETERINARY COUNCIL, 2022** F.No.1-427/ARDD/2017/V-IV/18194-03

Dated, Agt. the 11th Jan. 2022

NOTIFICATION

As per provision of Rule 3 of Tripura Veterinary Council Rules 2000 for the purpose of electing 4(four) members of the Tripura Veterinary Council under clause (a) of Subsection (I) of section 32 of the Indian Veterinary Council Act 1984 the undersigned hereby invites from the Registered Veterinary Practitioners of the State for submitting nominations as per schedule mentioned below under the provision of the Rule 10 (I) (2) of TVC Rules 2000. As per provision of Rules cited above the undersigned also calls upon the Registered Veterinary Practitioners to elect 4(four) members of the Tripura Veterinary Council as per time and date fixed below.

1) (a) Date for making nomination: 17-01-2022

(b) Place at which nomination: To the Returning Officer, papers are to be submitted T.V.C Astabal Complex. Agartala at working hours.

2) Time and date of scrutiny of nomination Papers 3) Date of withdrawal of nomination

: 2PM to 4PM on 18-01-2022 : 10AM to 5 PM on 19-01-2022

4) Time and date of Poll 5) Date of Counting of Votes

10AM to 5 PM on 28-01-2022 : 29-01-2022

(Dr. Parimal Das) Returning Officer Election to the Tripura Veterinary Council,2022

Sd/- Illegible

ICA/D/1641/22

অবৈধ চোরাই কাঠ উদ্ধার আহত শিশু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি।। মারুতি ভ্যান গাডি সহ অবৈধ চোরাই কাঠ উদ্ধার করলো বন দফতর। ঘটনা তেলিয়ামডা বন দফতরের অধীন অফিসটিলা এলাকায়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বৃহস্পতিবার বন দফতরের কাছে খবর আসে অফিসটিলা এলাকায় একটি তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি ।।

মারুতি ভ্যান গাড়ি দিয়ে অবৈধ চোরাই কাঠ পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবে।সঙ্গে সঙ্গেই তেলিয়ামুড়া বন দফতরের আধিকারিকরা অফিসটিলা এলাকায় গিয়ে অভিযান চালিয়ে গাড়িটিকে আটক করে। যদিও গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে রহস্যজনকভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যা নিয়ে নানা প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। পরবর্তীতে



টিআর ০১ ডি ০৪১৮ নম্বরের মারুতি ভ্যান গাড়িটি সহ অবৈধ চোরাই কাঠগুলিকে উদ্ধার করে বন দফতরের আধিকারিকরা তেলিয়ামুড়ার ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসে। এই অবৈধ চোরাই কাঠের বাজার মূল্য আনুমানিক ৩৫ হাজার টাকা হবে বলে জানান আধিকারিকরা। তবে এ ধরনের পাচারকার্য প্রায় প্রতিদিনই হচ্ছে। বন দফতরকে মাসোয়ারা দিয়েই এই সব পাচার করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু মাঝে মাঝে বন দফতরকে লোক দেখানো অভিযান করতে হয়। আর এদিনের এই অভিযান লোক দেখানো বলেই সাধারণ মানুষের অভিমত।

নাইট কারফিউতে বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জানুয়ারি।। নাইট কারফিউতে চোরের দৌরাত্ম্য যেন আরও বেড়ে গেলো। উদয়পুরে আরও এক যুবকের বাইক চুরির অভিযোগ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। সুশঙ্কর দেবনাথ নামে একজন গৃহশিক্ষকের বাইক চুরির অভিযোগ জমা পড়েছে আরকে পুর থানায়। ওই যুবক উদয়পুর ক্ষুদিরামপল্লীর এক ছাত্রের বাড়িতে আসেন সন্ধ্যা সাডে সাতটা নাগাদ। রাস্তায় ছিল তার টিআর০৩জে৭৯৩৬ নম্বরের বাইকটি। রাত ১০টা ১৫ মিনিট নাগাদ তিনি রাস্তায় এসে দেখেন তার বাইকটি নেই। তিনি বঝতে পারেন তার বাইককে চোরের দল নিয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ আরকে পুর থানায় গিয়ে ঘটনার বিস্তারিত জানান। কিন্তু খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ চোরের টিকির নাগাল পায়নি। উল্লেখ্য, উদয়পুর শহরে ইতিমধ্যে ন্যূনতম ২০ থেকে ৩০টি বাইক চুরি হয়েছে গত কয়েক মাসের ব্যবধানে। নিন্দুকেরা বলেন পুলিশ আজ পর্যন্ত চরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করতে পারেনি। তাই শুশঙ্কর দেবনাথের বাইকও উদ্ধার হওয়ার আশা দেখছেন না স্থানীয়রা। নাইট কারফিউতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেখানে কঠোর থাকার কথা সেই জায়গায় কিভাবে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। । চোরের দল বাইক চুরি করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল?

SHORT NOTICE INVITE QUOTATION

No. F. 1 (66)/WP/Proc./2022/467

Date: 12/01/2022

Sealed quotation are invited by the undersigned from the reputed and experience supplier / dealers for maintenance and repairing of Iron Removal Plant at Women's Polytechnic, Hapania, Agartala. The details of the items and specification are available in College Notice Board and in the College Website: www.wptripura.nic.in. The last date of receipt of quotation with necessary documents (GST Registration, Work experience certificate, etc.) is 25.01.2022 up to 2 p.m.

Sd/- Illegible (Dr. Tirtharaj Sen, FIE) Principal Women's Polytechnic Hapania, Agartala

NIeT No 17/EE/WRD-VI/e-tender/2021-22 Dt. 10.01.2022

The Executive Engineer, W.R Division No-VI, Kailashahar, Tripura(U). invites e-tender from eligible bidders upto 3-00 PM on 31.01.2022 for 3 (Three) No(s). M.I works under W.R Division No-VI, Kailashahar during the year 2021-22. For details visit www.tripura.nic.in or e-mail to eepwdwr6@gmail.com for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

<u>NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER</u>

ICA-C-3332-22

ICA-C-3319-22

Sd/- Illegible (Er.Sanjay Pal) Designation: Executive Engineer Water Resource Division No-VI, Kailashahar Tripura (U).

PNIeT No: 38/EE/CCD/PWD/2021-22, Dated. 11-01-2022

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender (Single Bid) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27/01/2022 for the work. Construction of permanent sentry post of general entry gate of the Secretariat Complex. For Details visit website https:// tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. DNIeT No: 33/DNIT/EE/CCD/PWD/2021-22

Estimated Cost: Rs. 4,26,252.01, Earnest Money: Rs. 4,263.00 and Time for completion: 2 (two) months.

Sd/- Illegible (MANIK DEBNATH) **Executive Engineer** Capital Complex Division, PWD (R&B). Kunjaban Extensio, Agartala, Tripura (W)

ICA-C-3325-22

জানা এজানা

মোহনীয়

মাটি থেকে ৭—৮ ফুট ওপর দিয়ে ছন্দে ছন্দে দুলতে দুলতে উড়ে আসছে একটি পাখি। দুষ্টু এক বালকের চোখে পড়ে দৃশ্যটা। বালক কৌতৃহলী হয়ে ওঠে। পাখিটি বারবার গোলাকার পাখা দুখানা মেলছে, আবার খুলছে। মেলে থাকা পাখার দুই প্রান্ত ঘাড়ের দুপাশে চমতার নকশা আঁকা দুখানা হাতপাখার মতো লাগছে। মাটিতে নামার আগে পাখিটি শূন্যে এক পাক ঘোরে। পাখা ও লেজের ওপরের সাদা-কালো ডোরা দাগ দেখে বালক মুগ্ধ হয়। কী সুন্দর পাখি রে! হাঁটতে হাঁটতে পাখিটা মাথার ওপর যেন অলৌকিক ফুল ফোটায় একটা। একেবারে জাপানি হাতপাখার মতো দেখাচ্ছে ওটাকে। বালক এবার নিজের অজান্তেই ক্রলিং করতে শুরু করল। যদি ধরা যায়! না, কাছাকাছি যেতেই উড়াল দেয় পাখিটি। অনেকটাই 'হিপ হিপ হুররে, চলে যাই দূররে' ধরনের ডাক ছাড়তে ছাড়তে হারিয়ে যায় দূরে। গলাটা বেশ মোলায়েম ও সুরেলা। ঠিক এ রকম দুশ্যের অবতারণা রাজধানী ঢাকা মহানগরের পার্ক-উদ্যান-প্রাঙ্গণ-খোলা জায়গাসহ দালানকোঠার ছাদেও হতে পারে। কমলাপুর রেল স্টেশন এলাকা মতিঝিল-দিলকুশার ভোরবেলার নির্জন-নিরিবিলি রাজপথ, ফুটপাথসহ মিরপুরের জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান-চিড়িয়াখানায়ও পাখিটিকে পিলপিল পায়ে হাঁটতে দেখা যায়। বৃষ্টিভেজা রাজপথেও ঘুরতে পারে খাবারের তল্লাশে। ২০১৮-এর জুলাইয়ের এক ভোররাতে মুগদাপাড়া থেকে ঢাকা মেডিক্যালে যাওয়ার পথে হাঁটছি। শিশু অ্যাকাডেমি পার হতেই একজোড়া পাখি কার্জন হলের দিক থেকে উডে এসে বসে দোয়েল চত্বরের দোয়েল পাখির পিঠে। এই রাজধানীতে ওদের দেখা মেলে। শরৎ থেকে

মাঘ পর্যন্ত বেশি দেখা যায়।

রাজধানীবাসী অন্য পাখিরা

একান্তই আবাসিক পাখি। epops আমাদের দেশের পরিযায়ী পাখি। আবাসিকটার অর্থ হচ্ছে আমাদের দেশে বাসা করে ডিম-ছানা তোলে। আমার স্নেহভাজন প্রাণিবিজ্ঞানী মনিরুল খান। তিনি টেলিফোনে জানিয়েছেন, সংখ্যায় আবাসিকটাই বেশি। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ২০০৪ সালের ১৪ নভেম্বর 'উদ্বাস্ত্র আবাবিল' নামে আমার একটি দীর্ঘ লেখা ছাপা হয়েছিল। সেই লেখাতে ঢাকা শহরে আমার দেখা দুটি মোহনচূড়ার বাসার কথা উল্লেখ ছিল। আমার লেখা বাংলাদেশের পাখি, দ্বিতীয় খণ্ড (প্রকাশক: বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমি, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০০ সাল) বইয়েও আমার কৈশোরে দেখা মোহনচূড়ার বাসা ও পাঁচটি ডিমের বর্ণনা আছে। আমি বেশ কবার এদের মাথার চূড়া বা ফুলসহ ঠোঁটের মাপ নিয়েছি। গড় মাপ সোয়া ৫ সেমি। দূরে দাঁড়িয়ে হাতের আঙুলে তুবড়ি বাজালে ওরা মাথার ফুলটি প্রস্ফুটিত করে। সাপ-বেজি-গুইসাপ-গিরগিটি

পড়লেও এরা ফুল ফোটায় ও ঠোঁটটি উঁচু করে, ঠোঁটে ঠোঁটে 'ঠোঁটতালি' বাজিয়ে সাবধানবাণী ঘোষণা করে। খোঁড়লের ভেতর সম্মিলিত কণ্ঠে ফোঁসফোঁস আওয়াজ তোলে, যাতে শক্ররা গোখরা সাপের ফোঁসফোঁসানি ভেবে ঘাবড়ে যায়। এটা আত্মরক্ষার একটা মোক্ষম অস্ত্র ওদের। মোহনচূড়া বা হুপোর দৈর্ঘ্য ৩১ সেমি। ওজন ৬৫ গ্রাম। মাথার ওপরে ফুল ফোটানো ও পাখা তৈরি করতে পারা পাখি বাংলাদেশে দ্বিতীয়টি নেই। ঠোঁটের গোড়া থেকে শুরু করে কপাল ও মাথার তালু হয়ে ১৫ থেকে ১৬টি লম্বা—চওড়া পালক সুবিন্যস্তভাবে সাজানো। প্রতিটি পালকের ডগায় চওড়া-কালো রং মাখানো, মনে হয় ধ্রুপদি কোনো শিল্পীর অলৌকিক তুলির পরশ! পালকগুলোর নিচের দিকটা



লালচে-কমলা,

এদের কিছই বলে না। তাই বলে পাখিটিকে ভয় পায় বা সমীহ করে, এমনটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় না আমার। এর পেছনে গোপন-গৃঢ় কোনো রহস্য থাকতে পারে! তবে শরৎ-শীতের পরিযায়ী খঞ্জন পাখিরা মাটিতে বা ছাদে নেমে এই পাখিটিকে দেখলে তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু পাখিটি যে—ই না মাথার ফুল ফুটিয়ে দেয়, অথবা মেলে ধরে দুপাখার ছাতা দুখানা, খঞ্জনরা তখন ঘাবড়ে যায়। খঞ্জন আর এই পাখিদের খাদ্য তালিকা মোটামুটি এক। এই দুই জাতের পাখিই মাটিতে বা ছাদে হেঁটে হেঁটে খাদ্যের সন্ধান করে। খঞ্জনরা নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাদের লম্বা লেজটা অনবরত শিল্পিত ছন্দে নাচিয়ে মাথার ওপরে ফুল ফোটানো পাখিটির নাম মোহনচূড়া। আরও অনেকগুলো নাম আছে, হুপো, হুদহুদ, পাংখা পাখি, সোনায়মান পাখি, মাটিঠোকরা ও বালুঠোকরা। আকার-গড়ন ও চালচলনে কাঠঠোকরার সঙ্গে মেলে, তাই ঠোকরাটা এসে গেছে। ইংরেজি নাম কমন হুপো। বৈজ্ঞানিক নাম upupa epops। এদের একটি উপ প্রজাতি (উপুপা সেইলোনেনসিস) আমাদের

পুরোটাসহ ঘাডের উপরিভাগের রংও ওই লালচে-কমলা। পেটের নিচের অংশ সাদাটে। লম্বা-সুচালো কালচে রঙের ঠোঁটটির অগ্রভাগ নিম্নমুখী বক্র। খাটো দুই পাখার রং কালচে-ধুসর। এদের দুই পাখার উপরিভাগে পর্যায়ক্রমে আড়াআড়ি চওড়া টানের শিল্পিত-সৌন্দর্য এমনভাবে সুবিন্যস্ত যে দেখে মনে হয় রাজপথে পথচারী পারাপারের জেব্রা ক্রসিং। পাখার প্রান্তের ঠিক আগে অবশ্য চওড়া-কালো রং থাকে লেজের উপরিভাগ কালো, তবে লেজের প্রান্তের ঠিক আগে চওড়া ও লেজের প্রান্তে আড়াআড়ি সাদা রেখা টানা। লেজের সুবিন্যস্ত পালকসংখ্যা ১০। মাথার ফুল ও পাখা এরা বন্ধ করে রাখে, ভয়ে-উত্তেজনায় ফুল ও পাখা মেলে দেয়। খাবার এরা মূলত মাটি-চরভূমি-মাঠ-ঘাট-নদীচর-মোহনায় হেঁটে হেঁটে। প্রয়োজনে পিলপিল পায়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় হাঁটতে পারে। তেমনি পারে দৌড়াতে। মূল খাদ্য নানা ধরনের পোকামাকড়, যেমন

সুতোপোকা, বিভিন্ন ধরনের

এরপর দুইয়ের পাতায়

বিটল, শুঁয়াপোকা, ঝিঁঝি,

ঘাড়-মাথা-বুক-পেটের প্রায়

নতুন চেয়ারম্যান পাচ্ছে ইসরো

नशामिल्लि, ১৩ जानुशाति।।

চন্দ্রযান-২ মিশনের ব্যর্থতা সঙ্গে নিয়েই ইসরো থেকে বিদায় নিচ্ছেন চেয়ারম্যান কে শিবন। শুক্রবার শেষ হচেছ তাঁর কার্যকালের বর্ধিত মেয়াদও। শিবনের পর ইসরোর নতুন প্রধান হচ্ছেন রকেট সায়েন্সের বিখ্যাত গবেষক এস সোমনাথ। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসেই শেষ হয় কে শিবনের চাকরির মেয়াদ। সেসময় চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি পর্যস্ত তাঁর মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। শুক্রবার সেই বর্ধিত মেয়াদও শেষ হচ্ছে। তাঁর পরিবর্তে ইসরোর চেয়ারম্যান, স্পেস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং স্পেস সেক্রেটারি পদে আনা হল এস সোমনাথকে। আগামী তিন বছর এই দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। দায়িত্ব পেয়েই নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন সোমনাথ। সেই সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিত আগামী দিনে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়েও কাজ করবে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এস সোমনাথ এই মুহূর্তে দেশের শীর্ষ স্থানীয় রকেট গবেষকদের মধ্যে একজন। এতদিন তিনি

সামলাচ্ছিলেন বিক্রম সারাভাই

স্পেস সেন্টারের ডিরেক্টরের পদ।

২০১৮ সালের ২২ ডিসেম্বর

বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারের

ডিরেক্টরের পদে বসেন তিনি।

গত চার বছরে তাঁর সাফল্য

দেখেই গোটা ইসরোর দায়িত্ব

তাঁকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

কেন্দ্র। সোমনাথ লঞ্চ ভেহিকেল

ডিজাইন, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং,

স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, স্ট্রাকচারাল

ডাইনামিকস, পাইরথেনিকস,

মেকানিজম ডিজাইনিংয়ের মতো

বেশ কিছু বিষয়ের বিশেষজ্ঞ।

পিএসএলভি নিয়ে গবেষণার জন্য

বিশেষ খ্যাতি রয়েছে তাঁর।

চন্দ্রযান-২ মিশনের রকেট

এরপর দুইয়ের পাতায়

ধাবালো অস্ত। বাজস্বানেব

বিশেষভাবে সক্ষম ওই

উড়ালপুলের নীচে রক্তাক্ত অবস্থায়

গণধর্ষ দের পর নাবালিকার

গোপনাঙ্গে ধারালো অস্ত্র ঢুকিয়ে

দিয়েছে অভিযুক্তরা। তারপর তাকে

নাবালিকাকে

উল্টে গেল বিকানের এক্সপ্রেস, মৃত ৮ 🍍

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি।। ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল এ রাজ্যের জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়িতে। লাইনচ্যুত হয়েছে পাটনা থেকে গুয়াহাটিগামী ১৫৬৩৩ আপ বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ির দোমোহনি এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেনটির বেশ কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার জেরে অনেক যাত্রীর প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আট জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। আহত শতাধিক যাত্রী। তাঁদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। রেল এই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের



থেকে গুয়াহাটিগামী ওই ট্রেনটি বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। দর্ঘটনার পর টেনটির ৪-৫টি কামরা একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। একটি কামরার উপরে উঠে যায়

আর একটি কামরা। একটি কামরা জলেও পড়ে যায়। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটির গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে জানা

হচ্ছে, ট্রেনটির ইঞ্জিনের পর থেকে ১২টি কামরা দুর্ঘটনার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার মধ্যে ৭টি কামরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওই ট্রেনটি ছাড়ার সময় তাতে প্রায় ৭০০ যাত্রী ছিলেন। পরে

অনেকে দমডে-মচডে যাওয়া কামরায় আটকেও পড়েন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। গ্যাস কাটার নিয়ে এসে কামরা কেটে যাত্রীদের বার করার চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটি থেকে অনেকেই নিজেই বার হয়ে এসেছেন। বাকিদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রেলের উদ্ধারকারী দলও। ইতিমধ্যেই আশপাশের সদর হাসপাতাল এবং অন্যান্য হাসপাতালের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

বিভিন্ন স্টেশন থেকে যাত্রীরা

নামা-ওঠা করেন। দর্ঘটনার পরে

রেললাইনের দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ে

থাকতে দেখা যায় যাত্রীদের।

এরপর দইয়ের পাতায়

প্রিয়াঙ্কার প্রার্থী উন্নাওয়ের নির্যাতিতার মা, তালিকায় চল্লিশ শতাংশ মহিলা

হাসপাতালের চিকিৎসক অরবিন্দ

শুকু। এই ঘটনায় এখনও

অভিযুক্তদের ধরতে সমর্থ হয়নি

পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছেন,

ঘটনাস্থলের ২৫ কিলোমিটার

এলাকা জুড়ে থাকা ৩০০-র বোশ

রাজস্থানের মহিলা এবং শিশুবিকাশ

দফতরের মন্ত্রী মমতা ভূপেশ আশ্বাস

দিয়েছেন, অভিযুক্তদের শীঘ্রই

গ্রেফতার করা হবে। নাবালিকার

পরিবারকে ৬ লক্ষ টাকা দেওয়ার

কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি।

নাবালিকার পরিবারের লোকেরা

দিনমজুরের কাজ করেন। ওই

নাবালিকার ভাই ও বোন আছে।

বিকল্প রাস্তার যেন ব্যবস্থা রাখা হয়।" এবার নিজের

বিবৃতিতে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "সেই ব্যবস্থা

তো দূরে থাক, পাঞ্জাব সরকারই কৃষক নেতাদের

প্রধানমন্ত্রীর রাস্তা আটকানোর নির্দেশ দিয়েছিল।

এইভাবে পথ আটকে প্রধানমন্ত্রীকে বিপদের মুখে ঠেলে

দেওয়া হয়েছিল।" উল্লেখ্য, ক' দিন আগে একটি

সংবাদমাধ্যম প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার গলদের বিষয়টি

নিয়ে একটি স্টিং অপরেশন চালায়। সেই ভিডিওতে দেখা

যায়, পাঞ্জাব পুলিশের এক আধিকারিক বলছেন, আমাকে

প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথে বাধা তৈরি করতে বলা হয়েছিল।

ওই ভিডিওর প্রসঙ্গ টেনে এর আগে হরিয়ানার স্বাস্থ্য তথা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজও পাঞ্জাব সরকারকে আক্রমণ

করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সংবাদমাধ্যমের স্টিং

অপারেশনে প্রমাণিত যে সিআইডি রিপোর্টে খারাপ

প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস। ১২৫ জন প্রার্থীর তালিকায় রয়েছেন ২০১৭ সালের উন্নাও গণধর্ষণ-কাণ্ডের শিকার কিশোরীর মা। ওই ঘটনার মূল অপরাধী তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিংহ সেঙ্গারের যাবজ্জীবন জেলের সাজা হয়েছে। নির্যাতিতা কিশোরীর বাবাকে খুনের অভিযোগও প্রমাণিত হয়েছে সেঙ্গারের বিরুদ্ধে। সাজা ঘোষণার পরে কুলদীপকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা এখনও কানপুর লাগোয়া উন্নাও জেলার প্রভাবশালী বিজেপি নেত্রী। এই প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের পদক্ষেপ রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের ১২৫ জনের প্রথম দফার প্রার্থীতালিকায় ৫০ জন মহিলা এবং ৪০ জন যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্গা গান্ধী আগেই জানিয়েছিলেন, বিধানসভা ভোটে প্রার্থীতালিকায় ৪০ শতাংশ মহিলা থাকবেন। বুধবার প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে তিনি বলেন,

ধারালো অস্ত্র!সংকটজনক নাবালিকা

জয়পুর, ১৩ জানুয়ারি।। নাবালিকাকে উদ্ধার করে চলছে বলে জানিয়েছেন ওই

রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পারেননি

নাবালিকা। পুলিশ জানিয়েছে, হয়েছে। বুধবার আড়াই ঘণ্টা ধরে সিসিটিভি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অস্ত্রোপচার হয়েছে। সেখানেই

চিকিৎসাধীন নির্যাতিতা। তবে তার

অবস্থা এখনও সংকটজনক।

নাবালিকার শরীরে অভ্যন্তরীণ

বিভিন্ন অঙ্গ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

গোপনাঙ্গ থেকে ধারালো অস্ত্রও

বিস্ফোরক হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী

নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে অলওয়ারের একটি হাসপাতালে

যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হল নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে

অলওয়ার জেলায় এ সপ্তাহে ঘটেছে চিকিৎসকেরা। সেখান থেকে

এই ঘটনা। সংকটজনক অবস্থায় জয় পুরের জেএন লোক

হাসপাতালে ভর্তি ১৬ বছরের ওই - হাসপাতালে স্থানাস্তরিত করা

পড়ে থাকতে দেখা যায়।অভিযোগ, চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন,

উড়ালপুল থেকে নীচে ফেলে উদ্ধার করেছেন চিকিৎসকেরা।

দেওয়াও হয়েছিল। মঙ্গলবার নাবালিকার স্বাস্থ্যের প্রতি নজরদারি

চণ্ডীগড়, ১৩ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির

পাঞ্জাব সফরে নিরাপত্তার গলদ নিয়ে ডামাডোল

অব্যাহত তার মধ্যেই এবার বিতর্ক বাড়ালেন হরিয়ানার

মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। তাঁর বিস্ফোরক দাবি,

পাঞ্জাব সরকারই কৃষকদের রাস্তা আটকে বিক্ষোভ

দেখাতে বলেছিল সেদিন। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার

গলদের বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত

কমিটি গড়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যার শীর্ষে রয়েছেন সুপ্রিম

কোর্টেরই একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এইসঙ্গে

শীর্ষ আদালতের নির্দেশে স্থগিত হয়েছে পাঞ্জাব সরকার

ও কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তদন্ত। এই অবস্থায় ঘটনার

পারদ সপ্তমে চড়িয়ে দিলেন মনোহর লাল খট্টর।

ক'দিন আগেই প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার গলদের বিষয়টি

নিয়ে হরিয়ানা সরকার একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল।

সেখানে বলা হয়েছিল, "পাঞ্জাব সরকারের সিআইডি

বিভাগের তরফে সতর্ক করে বলা হয়েছিল, খারাপ

আবহাওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রীর যাতায়াতের জন্য

লখনউ. ১৩ জানয়ারি।। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটে আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সলমন খুরশিদের স্ত্রী লুইস। চাকরি দেওয়ার নাম করে বাড়িতে ডেকে ২০১৭-র ৪ জুন ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করেছিলেন তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ। পরে তাঁর শাগরেদরা মিলেও ফের এক বার ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে। সেই নিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানান নির্যাতিতা। কিন্তু পুলিশ কুলদীপ সেঙ্গারের নামে অভিযোগ নিতে রাজি হয়নি বলে অভিযোগ। এর পর সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লেখেন নির্যাতিতা। তারপর বছর ঘুরে গেলেও কুলদীপের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি যোগী সরকার। বরং কুলদীপের লোকজন নির্যাতিতার পরিবারকে নানাভাবে হেনস্থা করতে শুরু করে। উন্নাও আদালতে মামলার শুনানি চলাকালীন নির্যাতিতার বাবাকে মারধর করেন কুলদীপের ভাই অতুল ও তাঁর লোকজন। সেই নিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগে নির্যাতিতার বাবাকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। এমন পরিস্থিতিতে ২০১৮

সালের ৮ এপ্রিল যোগী 🏻 🛭 এরপর দুইয়ের পাতায় এক ধাপ এগোল গণধর্ষণ করে যৌনাঙ্গে ঢোকানো হল

> नशामिक्सि, ১৩ জानुशाति।। উৎক্ষেপণের আগে আরও একটি মাইলফলক পেরিয়ে গেল ভারতের মহাকাশচারী পাঠানোর প্রথম অভিযান 'গগন্যান'। গগনযান-এর ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের সফল পরীক্ষা করল ইসরো। ৭২০ সেকেন্ড বা ১২ মিনিটের জন্য। এত বেশি সময় ধরে গগনযান অভিযানের রকেটের ইঞ্জিনের পরীক্ষা ইসরো এর আগে করেনি। ভারত গগনযান অভিযানে তিন জন নভশ্চরকে পাঠাবে মহাকাশে।ইসরো-র তরফে টুইট করে জানানো হয়েছে, এরপর দুইয়ের পাতায়

ইসরো-র গগনযান

কাশ্মীরে সেনা-জঙ্গি গুলির লডাই নিকেশ এক জইশ সন্ত্ৰাসবাদী জঙ্গি। পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠী

শ্রীনগর, ১৩ জানুয়ারি।। ফের গুলির লডাইতে উত্তপ্ত উপত্যকা। নিরাপত্তা বাহিনী এবং জঙ্গিদের গুলির লডাইয়ে কুলগামে নিকেশ এক সন্ত্রাসবাদী। শহিদ এক পুলিশকর্মী। জখম তিন সেনা জওয়ান এবং ২ জন নাগরিক। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। এখনও এলাকায় জারি তল্লাশি। জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামে জঙ্গিরা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, সে খবর আগেই পায় নিরাপত্তা বাহিনী। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় হানা দেয় যৌথ নিরাপত্তা বাহিনী। সেনা ও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে যায় জঙ্গিরা। গুলি চালাতে শুরু করে তারা। পাল্টা জবাব দেয় যৌথ নিরাপত্তা বাহিনী। শুরু হয় গুলির লড়াই। তাতেই একজন জঙ্গি নিকেশ হয়। শহিদ এক পুলিশকর্মী। তিনজন সেনা জওয়ান এবং ২জন সাধারণ নাগরিক জখম হয়েছেন। কাশ্মীরের পুলিশ আধিকারিক বিজয় কুমার জানান, ওই জঙ্গির পরিচয় জানা গিয়েছে। বাবর নামে পরিচিত ওই

জইশ-ই-মহম্মদের হয়ে কাজ করত সে। ২০১৮ সাল থেকে শোপিয়ান এবং কুলগামে ঘটা নানা নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল বাবর। তার কাছ থেকে একটি রাইফেল, একটি পিস্তল এবং দু'টি গ্রেনেড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এখনও জারি তল্লাশি। সেনা সূত্রে পাওয়া এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নতুন বছরে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৪ জন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে। ভারত-পাক সীমান্তের এই এলাকায় সর্বদাই জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ স্থল হিসেবে সুবিধাজনক।শীতের মরশুমে বরফ ঢাকার পাহাড়িপথ পেরিয়ে ভারতে ঢোকা পাক সন্ত্রাসবাদীদের স্থায়ী পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম। আর সেই কারণেই নিয়মিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে এসব স্পর্শকাতর এলাকায় কড়া নজরদারি চলে। প্রায়ই অস্ত্র হাতে জঙ্গি মোকাবিলা করতে হয়। সেনার এই সতর্কতাতেই বারবার ব্যর্থ হয় জঙ্গিবাহিনী।

কোভ্যাক্সিনকে ছাড়পত্ৰ

হায়দরাবাদ, ১৩ জানুয়ারি।। ধাপ অতিক্রম করার পর তারা সেই বিশ্বব্যাপী শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের বৃহস্পতিবার এ খবর জানিয়েছে

শতাংশ কোভ্যাক্সিন। পাশাপাশি কোভ্যাক্সিনই একমাত্র টিকা যা ভারতে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়স্কদের দেওয়া হচ্ছে। ৩ জানুয়ারি থেকে সেই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এ বার জানা গেল, গোটা বিশ্বেই প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের দেওয়ার জন্য হ্-এর ছাড়পত্র পেয়েছে ভারত

ছাড়পত্র পেয়েছে। ২০২১-এর রকেটের উপর কোভ্যাক্সিন টিকা প্রয়োগের জানুয়ারি থেকে ভারতে যত টিকা অনুমতি দিল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ২১

ভারত বায়োটেক।এই প্রথম ভারতে তৈরি কোনও করোনা প্রতিষেধক হু-এর আন্তর্জাতিক ছাডপত্র পেল। হায়দরাবাদের ভারত বায়োটেক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে তাদের বিশ্বব্যাপী প্রয়োগযোগ্য টিকা তৈরির লক্ষ্য পুরণ হয়েছে। এই সংক্রান্ত সমস্ত বায়োটেকের এই করোনা টিকা।

বিজেপিতে নবম উইকেটের পতন! ১০০ বিধায়ক দল ছাড়বে, চরম হুঁশিয়ারি

উত্তরপ্রদেশে ভোটের আর্থে একের লম্বা হতে চলেছে বলেই মনে ছাড লেন যোগীর মন্ত্রিসভার পর এক ঝটকা যোগী আদিত্যনাথের। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে তত খেলা ঘুরছে রাম-রাজ্যের রাজনীতিতে। গত ৪৮ ঘন্টায় একের পর এক বিজেপি বিধায়কের ইস্তফা। কার্যত নড়ে গিয়েছে সে রাজ্যের বিজেপির ভিত। এই অবস্থায় যোগীর মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা আরও এক বিজেপি বিধায়কের। দল ছাড়লেন ধর্ম সিং সাইনি। যা নিঃসন্দেহে বিজেপির কাছে বড় ধাক্কা। এখনও পর্যন্ত ৯জন বিধায়ক বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করল। তবে এখানেই নাকি চমকের

লখনউ, ১৩ জানুয়ারি।। বিরোধীদের। ফলে তালিকা আরও করে বৃহস্পতিবার দুপুরে দল করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। গত কয়েকদিন আগেই হঠাত করেই বিজেপি ছাড়েন স্বামী প্রসাদ মৌর্য। আর এরপর থেকে একের পর এক বিজেপি বিধায়ক দল ছাড়ছেন। আর এই পরিস্থিতিতে গত কয়েকদিন আগেই সমস্ত নিরাপত্তা ছেড়ে দেন ধর্ম সিং সাইনি। এমনকি সরকারের তরফে যে বাড়ি তাঁর জন্যে নির্ধারিত করা ছিল সেটাও ধর্ম সিং ছেড়ে দেন। আর সেই সময় থেকেই জল্পনা তৈরি হয় যে, সম্ভবত বিজেপি ছাড়তে চলেছেন এই বিজেপি বিধায়কও। আর সেই জল্পনা সত্যি

গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রী। ক্যাবিনেটে প্রতিমন্ত্রী থাকলেও আয়ুষ, খাদ্য নিরাপতা এবং ডাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দফতরের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, এদিন সকালেই বিজেপি ছেড়েছেন বিনয় শঙ্খ। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বিধুনা বিধানসভা থেকে বিধায়ক ছিলেন বিনয়। গত কয়েকদিন ধরেই তীব্ৰ হচ্ছে বিজেপিতে বিদ্ৰোহের আগুন। আর সেদিকে তাকিয়ে একের পর এক বিধায়ক দল ছাড়ছেন। বিনয় সেই তালিকার অষ্টম ব্যক্তি, যিনি বৃহস্পতিবার

এরপর দুইয়ের পাতায়

আবহাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই মতো বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থাও তাই করা উচিত ছিল। ভিজের অভিযোগ, সব জেনে বুঝেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি সেদিন। শেষ নেই। এমনটাই দাবি

লাইফ স্টাইল

পৌষ পার্বণের দিনে বানিয়ে ফেলুন নলেন গুড়ের পায়েস

খাওয়া-দাওয়া ছাড়া উৎসবের আনন্দই ফিকে। আবার পৌষ পার্বণ মানেই নলেন গুড়, নতুন চালের বিভিন্ন পদ। পিঠে-পুলি এই পার্বণের পেটেন্ট খাবার বলতেই পারেন। ঘরে ঘরে এদিন পিঠে-পুলি রান্না হয়ই। তবে বাজারে যখন নতুন গুড় এসেছে এবং বাজারে গেলেই এদিক ওদিক থেকে ছুটে আসছে গোবিন্দ ভোগ চালের

সুবাস, তখন নলেন গুড়ের পায়েস বানাতে দেরি করা অপরাধ। উৎসবের আমেজ এক ধাক্কায় বাড়িয়ে দেবে এই নলেন গুড়ের পায়েস। জেনে নিন প্রণালী৫০ গ্রাম গোবিন্দ ভোগ চাল

১ লিটার দুধ, ১৫০ গ্রাম নলেন গুড়, ২০-৩০ গ্রাম কুটনো কাজু (না-ও দিতে পারেন), ২০ গ্রাম আমন্ড কুচনো (ঐচ্ছিক), ঘি ১ চা চামচ, নুন এক চিমটে। প্রণালী — ভালো করে ধুয়ে এক ঘণ্টার জন্য গোবিন্দ ভোগ চাল ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর জল ঝেরে রেখে দিন। এই চালে ঘি মাখিয়ে সরিয়ে রাখুন। অন্য দিকে নলেন গুড়টিকে টুকরো করে কেটে নিন। একটি পাত্রে ভালো ভাবে দুধ ফুটিয়ে নিন। তার পর এতে গোবিন্দ ভোগ চাল ছেড়ে

দিন। কম আঁচে চাল সেদ্ধ হতে রেখে দিন। মাঝে মধ্যে নাড়াচাড়া করবেন, না-হলে পাত্রের তলায় ধরে যেতে

পারে। চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে গুড় মেশান। এতে এক চিমটে নুন ছেড়ে দেবেন। ভালো ভাবে নাড়িয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। কিছুক্ষণ পর কাজু, আমন্ড ছাড়িয়ে পরিবেশ করুন।



মাঠে

উত্তেজনা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ঃ

প্রথমার্ধের অন্তিমলগ্নে বীরেন্দ্র

ক্লাবের এক ফুটবলারকে ফাউল

করে এগিয়ে চল সংঘের এক

ফুটবলার। বীরেন্দ্র ক্লাবের

ফুটবলাররা পেনাল্টির দাবি জানায়।

তবে রেফারি আদিত্য দেববর্মা

তাদের দাবিতে কর্ণপাত করেনি।

পশ্চিম দিকে লাইনম্যানের দায়িত্বে

ছিলেন বর্ষীয়ান রেফারি শিবজ্যোতি

চক্রবর্তী। তিনিও এই ব্যাপারে কোন

ইঙ্গিত করেননি। বীরেন্দ্র ক্লাবের

ফুটবলার থেকে শুরু করে সমর্থক

প্রত্যেকের দাবি হলো, ফাউলটা

বক্সে হয়েছে। সুতরাং পেনাল্টি

প্রাপ্য। রেফারি পেনাল্টি না

দেওয়াতে কিছু সময়ের জন্য মাঠে

উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বীরেন্দ্র

ক্লাবের সমর্থক এবং সাইড বেঞ্চে

বসে থাকা ফুটবলাররা রেফারিদের

তুলোধোনা করে। বীরেন্দ্র ক্লাবের

এক কর্মকর্তা বলে উঠেন, এদেরকে

কেন পোস্টিং দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, এগিয়ে চল সংঘ-র

ম্যানেজারকেও বেশ কয়েকবার

দেখা গেলো চতুর্থ রেফারির

চেয়ারের দিকে তেড়ে আসতে।

অর্থাৎ সম্ভুষ্ট নয় তারাও। ম্যাচে

আরও বেশ কয়েকবার রেফারির



কন্তার্জিত জয় এগিয়ে চল'র

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ঃ কাগজে-কলমে অনেকটা এগিয়েছিল এগিয়ে চল সংঘ। বিদেশি ফুটবলারের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন উঁচুমানের ভিনরাজ্যের ফুটবলার এবং সেই সাথে প্রথম শ্রেণির স্থানীয় ফুটবলারদের সমন্বয়ে বৃহস্পতিবার মাঠে নেমেছিল এগিয়ে চল সংঘ। বাজেটের দিক দিয়ে তাদের সাথে কোন তুলনা চলে না শতাব্দী প্রাচীন বীরেন্দ্র ক্লাবের। দুইজন ভিনরাজ্যের ফুটবলারকে বাদ দিলে বাকিরা সবাই ভূমিপুত্র। রাখাল শিল্ডের সেমিফাইনালে এগিয়ে চল সংঘ ৪-২ গোলে জয় পেয়েছিল। সিনিয়র লিগের প্রথম ম্যাচেও এই দুই দলের ম্যাচে জয় পেয়েছে এগিয়ে চল সংঘ। তবে বলতেই হবে, হারার মতো খেলেনি বীরেন্দ্র ক্লাব। এক ঝাঁক স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষ এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে দূরন্ত লড়াই করলো। দেবাশিস রাই, সনম লেপচা, রাজীব সাধন জমাতিয়া এবং বিদেশি অ্যারিস্টাইড এই চার ফুটবলারকে নিয়ে গড়া আক্রমণভাগ চলতি সিনিয়র লিগের সেরা। এগিয়ে চল সংঘের অনেক দুর্বলতা রয়েছে। শুধু অসাধারণ আক্রমণভাগের জন্যই শিল্ড জয়ী হয়েছে। সিনিয়র লিগেও জয় দিয়ে শুরু করেছে। বীরেন্দ্র ক্লাব কিন্তু এদিন তাদের রক্ষণভাগের

পরিত্যক্ত হলো শিলচরের

রেটিং দাবা প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ২৩ জানুয়ারি শিলচরে একটি আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা কথা ছিল। ত্রিপুরার ১২ জন

জানুয়ারি ঃ আগামী ১৮ থেকে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার দাবাড়ুর এতে অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত কোভিড-র থাবায় পরিত্যক্ত হলো এই রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা। সাড়ে চার লক্ষ টাকা প্রাইজমানির এই দাবা প্রতিযোগিতায় ভালো ফলাফলের জন্য ত্রিপুরার দাবাডুরা প্রস্তুতি শুরু করেছিল। উদ্যোক্তারাও জোরকদমে আসরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু কোভিড-র বাড়বাড়ন্তের ফলে অসম সরকারের ক্রাডা আধিকারিক সমস্ত ধরনের খেলা বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে বাধ্য হয়ে উদ্যোক্তারা এই আসর পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছেন। কয়েকদিন আগে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয় শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স আয়োজিত রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিলচরে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত করোনা-র থাবায় পরিত্যক্ত হলো এই দাবা



দুর্বলতা বুঝিয়ে দিয়েছে। বীরেন্দ্র ২৮ মিনিটে বীরেন্দ্র ক্লাবের রিচার্ড ত্রিপুরা-র নিখঁত সেন্টার থেকে ক্লাবের মাঝমাঠে একজন গেমমেকারের অভাব রয়েছে। এলটন ডার্লং গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। তবে কাজে লাগাতে রক্ষণভাগ এবং আক্রমণভাগের পারেনি। ১ মিনিটের মধ্যেই দূরন্ত মধ্যে যোগসূত্র গডে তোলার মতো একজন ফুটবলার এলেই দলটির গতিতে আক্রমণে উঠে আসে চেহারা বদলে যাবে। মাঝমাঠে যারা এগিয়ে চল সংঘ। এই আক্রমণ খেলছে তারা প্রত্যেকেই থেকেই দলকে এগিয়ে দেয় আক্রমণাত্মক। আক্রমণে যাওয়ার দেবাশিস রাই। প্রথমার্ধের অন্তিমলগ্নে বীরেন্দ্র ক্লাবের একটি পর অনেক সময় ঠিকভাবে নেমে আক্রমণ থেকে মাঠে কিছুটা আসতে পারছে না। ফলে প্রতিপক্ষ যখনই কাউন্টার অ্যাটাকে আসছে উত্তেজনা তৈরি হয়। এগিয়ে চল তখনই বীরেন্দ্র ক্লাবের বক্সে সংঘের এক ডিফেন্ডার বীরেন্দ্র বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এদিন ক্লাবের লালনুন-কে বক্সে ফেলে উমাকান্ত মাঠে এমন দৃশ্য দেখা দেববর্মা ফ্রিকিক-র নির্দেশ দেন। গেলো বার বার। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মোটেই বীরেন্দ্র ক্লাবের দাবি, ফাউলটা বক্সে রক্ষণাত্মক ভূমিকা নেয়নি বীরেন্দ্র হয়েছে। সুতরাং পেনাল্টি প্রাপ্য। ক্লাব। ফলে শুরু থেকেই আক্রমণে যদিও রেফারি এই দাবিতে কর্ণপাত যেতে থাকে। তবে যখনই আক্রমণে করেননি। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে যায় বীরেন্দ্র ক্লাব তার পরবর্তী সময়ে এগিয়ে থাকা দলটি দ্বিতীয়ার্ধেও কাউন্টার অ্যাটাক তৈরি করতে প্রথম দিকে দাপট বজায় রাখে। ৪ পেরেছে এগিয়ে চল সংঘ। ম্যাচের মিনিটে অ্যারিস্টাইড-র কাছ থেকে

বল পেয়ে সুযোগ হাতছাড়া করে দেবাশিস। ৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করে এগিয়ে চল সংঘ। একটি অসাধারণ আক্রমণ তৈরি করে তারা। অ্যারিস্টাইড-র কাছ থেকে বল পায় সনম। বক্সে অরক্ষিত দেবাশিস-র উদ্দেশ্যে বল বাড়িয়ে দেয় সনম। সুযোগসন্ধানী দেবাশিস গোল করতে ভুল করেনি। ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর এগিয়ে চল সংঘ খেলা থেকে প্রায় হারিয়ে গেলো। হয়তো আত্মতুষ্টি। তবে তার সুযোগ নিলো বীরেন্দ্র ক্লাব। একাধিক আক্রমণ তৈরি করলো দেয়। যদিও রেফারি আদিত্য তারা। ১৫ মিনিটে প্রণব সরকারের সেন্টার থেকে লালনুন-র হেড অল্পের জন্য বাইরে যায়।৩২ মিনিটে আরও একটি সুযোগ পেয়েছিল লালনুন। এক্ষেত্রে তার গোলমুখী জোরালো শট রুখে দেয় এগিয়ে চল সংঘ-র গোলকিপার। ম্যাচের শেষের দিকে লালনুন-র কাছ থেকে

সিদ্ধান্ত ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয়। যদিও বীরেন্দ্র ক্লাব বলেই হয়তো বড় ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। এদিন বীরেন্দ্র ক্লাবের পরিবর্তে যদি এগিয়ে চল সংঘের প্রতিপক্ষ অন্য কোন দল হতো তবে অবস্থা অনেক খারাপ হতো বলাইবাহুল্য। যুব দিবস উপলক্ষ্যে

> জনজাতি ক্ৰীড়া প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ঃ স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এবং গোমতী জেলা ক্ৰীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের সহায়তায় যুব দিবস উপলক্ষ্যে উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হলো জনজাতি ক্রীড়া উৎসব। মোট চারটি জনজাতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বালক এবং বালিকা উভয় বিভাগে প্রথম তিনজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মূলতঃ উপজাতি যুবাদের ড্রাগস থেকে দুরে রাখার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই জনজাতি ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই ক্রীডা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল মজুমদার, সাই-র স্পোর্টস ট্রেনিং সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত রবিন্দার দেব, গোমতী জেলার ক্রীড়া আধিকারিক মিহির

নেটফ্লিক্সে নেইমার ঝড

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি।। এবার আর

শুধু মাঠে নয়, ওয়েব দুনিয়ার পর্দাও মাতাতে আসছেন নেইমার। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে আসছে তার ডকু-সিরিজ 'নেইমার : দ্য পারফেক্ট কেওস'। ডকু-সিরিজটি পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত পরিচালক ডেভিড চার্লস রদ্রিগেজ। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার সেই সিরিজের ট্রেলার। সিরিজটি মূলত বানানো হয়েছে নেইমারের আত্মজীবনী নিয়ে। সেই ট্রেলারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ব্রাজিলের ছোট্ট নেইমার থেকে তারকা বনে যাওয়া নেইমারের কাহিনী। তার এই ডকুমেন্টারি সিরিজকে বাড়তি মাহাত্ম্য দিয়েছে পিএসজি সতীর্থ লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে, ডেভিড বেকহ্যামসহ আরও অনেক তারকার নেইমারকে নিয়ে মূল্যায়ন। ট্রেলারটা মুক্তি পাওয়ার পর শুরু থেকেই আগ্রহ বাড়িয়েছে দশকিদের মাঝে। সেখানে দেখানো হয়েছে নেইমারের একটি পুরনো ভিডিও ক্লিপ। যেখানে ব্রাজিল তারকাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ফুটবলার হওয়ার ইচ্ছে সম্পর্কে। নেইমারের উত্তরেই বোঝা গিয়েছে, ছোট্ট বেলা থেকেই নেইমার ফুটবলারই হতে চেয়েছিলেন। টুলোরটা শুরু থেকেই আগ্ৰহ বাড়িয়েছে দর্শকদের। এই ডকু সিরিজে উঠে এসেছে নেইমারের আমুদে রূপটাও। উল্লেখ্য, এতদিন নেইমার পায়ের জাদুতে দর্শক টেনেছেন স্টেডিয়ামে। এবার একই বিষয়টা ঘটতে যাচ্ছে নেটফ্লিক্সের ক্ষেত্রেও। নেইমারের জীবনী নির্ভর এই ডকুসিরিজটি নেটফ্রিক্সের পর্দায় আসবে আগামী ২৫ জানুয়ারি। অর্থাৎ অপেক্ষাটা আর

কেবল সপ্তাহ দুয়েকের।

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ঃ পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। ওই বলেছেন যে, আশাতিরিক্ত লড়াই বৃহস্পতিবার উমাকান্ত মাঠ প্রথম ডিভিশন লিগে এগিয়ে চল সংঘ বনাম বীরেন্দ্র ক্লাবের ম্যাচের রেফারিং নিয়ে ক্ষুর দুই দলের কোচই। সুজিত হালদার এবং সুজিত ঘোষ দুইজনেই রাজ্যের প্রাক্তন ফুটবলার। নামে মিল রয়েছে। দেখা গেলো কাজেও তাদের অনেক মিল। দিনের রেফারি আদিত্য দেববর্মা-র একাধিক সিদ্ধান্ত তাদের ক্ষুব্ধ করেছে। বীরেন্দ্র ক্লাবের কোচ সুজিত ঘোষ বলেছেন, প্রথমার্ধের

পেনাল্টিটা পেলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতো। রেফারি আদিত্য কিংবা লাইনম্যান শিবজ্যোতি চক্রবর্তী কেউই সঠিক চালিয়ে গেছে। আশা করছি, রেফারিং করলেন না। তিনি জানিয়েছেন, বেশি বয়সের ভালো খেলবে। রেফারিং নিয়ে রেফারিদের ম্যাচে পোস্টিং না ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এগিয়ে দেওয়াই উচিত। অর্থ খরচ করে চল সংঘের কোচ সুজিত ক্লাবগুলি দল করে। কিন্তু হালদারও। রেফারিং-র মান রেফারিদের ভুলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভালো না হলে খেলার উপর তার ক্লাবগুলি। দিনের পর দিন এটা প্রভাব পড়ে বলে জানিয়েছেন। চলে আসছে। অথচ কখনই এটা যদিও এদিন নিজের দলের বাঞ্ছনীয় নয়। এমনিতে দলের খেলায় তিনি সদ্ভুষ্ট নন।

অস্তিমলগ্নে আমাদের নিশ্চিত খেলায় তিনি সম্ভস্ট। স্পস্টই করেছে ফুটবলাররা। এগিয়ে চল সংঘের মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও গুটিয়ে না থেকে লডাই পরবর্তী ম্যাচগুলিতে দল আরও

পিটারসেনের দাপটে চাপে কোহলির ভারত

টেস্ট সিরিজ জয়ের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা

ভারত: ২২৩/১০ (কোহলি-৭৯) ও ১৯৮/১০ (পন্থ-১০০*) দক্ষিণ আফ্রিকা: ২১০/১০ (পিটারসেন-৭২, বুমরাহ-৪২/৫) ७ ১०১/२ (পিটারসেন-৪৮*)

কেপটাউন, ১৩ জানুয়ারি।।

অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ডের পর এশিয়ার বাইরে টেস্টে তৃতীয় সেঞ্চুরি ঋষভ পত্থের। তাও আবার দলের বাকিরা যখন সবাই মিলে স্কোরবোর্ডে ৯৮ রান তুলেছেন, তখন একাই শতরান হাঁকিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর একার রান বাকিদের মিলিত উদ্যোগের চেয়ে বেশি। এমন অবস্থায় নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে তৃপ্ত হওয়া কিংবা গর্ব করা গেলেও দলকে রক্ষা করা



হয়তো সম্ভব হয় না। কেপ টাউনে দিনের শেষ ছবিটা যেন সে কথাই বলছে। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র একটি উইকেট খুইয়েই ১০০ রানের গণ্ডি পার করল দক্ষিণ আফ্রিকা। আর তাতেই যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রোটিয়াদের তৃতীয় টেস্ট তথা সিরিজ জয়ের স্বপ্ন।মারক্রামকে দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফেরানো গেলেও

এলগার এবং পিটারসেন। পাঁচ দিনের ফরম্যাটে দারুণ ছন্দে ধরা দিচ্ছেন পিটারসেন। আর তৃতীয় দিনের শেষে ৪৮ রান করে অপরাজিত রইলেন তিনি। প্রোটিয়ারা একশোর গণ্ডি পেরনোর পর এলগারকে প্যাভিলিয়নে ফেরান ●এরপর দুইয়ের পাতায়

এগারো বছর পর ইন্টারের

মোরাতার ক্রসে এক ডিফেন্ডারের জুভেন্টাসকে ২-১ গোলে হারিয়ে ২০১০ সালের পর ইতালিয়ান সুপার কাপের শিরোপা ফিরে পেল ইন্টার মিলান। বুধবার (১২ জানুয়ারি) রাতে ফাইনালে সান সিরোয় মুখোমুখি হয় দুদল। বৰ্তমান চ্যাম্পিয়নদের ২-১ গোলে হারিয়ে এ নিয়ে ইতালিয়ান সুপার কাপের ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি সান্দ্রোবুকদিয়ে নামিয়ে ক্লিয়ার করার ষষ্ঠ শিরোপা জিতল ইন্টার। নাপোলিকে হারিয়ে গত বছর জেতা মুক্ট এবার হারাল জুভেন্টাস। ম্যাচের ২৫তম মিনিটের আক্রমণ থেকে এগিয়ে যায় এই টুর্নামেন্টে রেকর্ড ৯ বারের

রোম, ১৩ জানুয়ারি।। চ্যাম্পিয়ন জুভেন্টাস। আলভারো

পায়ে লাগলেও বল গিয়ে পডে গোলমুখে: খুব কাছাকাছি থাকা ম্যাককেনি হেডে লক্ষ্যভেদ করেন। তবে ৩৫তম মিনিটে মার্তিনেস স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান। জেকোকে বক্সে মাত্তিয়া দি সিগলিও বাজিয়েছিলেন রেফারি। দিয়ে বুলেট গতির শটে লক্ষ্যভেদ করেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড

ও হোয়াকিন কোররেরাকে নামায় ইন্টার। কিন্তু বাকিটা সময় কেউ গোল না পাওয়ায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অবশেষে শেষের বাঁশি বাজার ঠিক আগ মুহুর্তে এগিয়ে দিক থেকে বক্সে আসা ক্রস আলেক্স আগেহ ঢোকায় ব্যাড়য়ে দেন মাতেও গোলরক্ষককে বিপরীত দিকে ছিটকে দারমেইন। সামনে থাকা সানচেস নিখুঁত টোকায় লক্ষ্যভেদ করেই উদযাপনে মাতেন। এ নিয়ে লাউতারো মার্তিনেস। দ্বিতীয়ার্ধের ইতালিয়ান সুপার কাপের ষষ্ঠ ৭৬তম মিনিটে মার্তিনেস ও শিরোপা জিতল ইন্টার।

নন্দী সচিব, দীপা সহ-সভাপতি

তিন বছরে রাজ্যে জিমন্যাস্টিক্স-র কি উন্নতি হয়েছে তা জানানোর দাবি

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. বিবেকানন্দ সেন্টারের। অর্থাৎ বানিয়েছিলেন। কিন্তু এই কয়েক আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ঃ হঠাৎ করে উদয়পুরে নতুন করে জিমন্যাস্টিক্স কোচিং সেন্টার গড়ে তোলার জন্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। আর এই তৎপরতায় ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব বিশ্বেশ্বর নন্দী এবং সহ-সভাপতি দীপা কর্মকারও যুক্ত হয়েছেন। আর ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের এই দুই প্রভাবশালী কর্মকর্তার উদয়পুরে নতুন সেন্টার চালু করার জন্য বিশেষ তৎপরতা বা উদ্যোগ ঘিরে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, রাজ্যে সরকার বদলের পরই হঠাৎ করে দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব পদে বসে যান। পাশাপাশি সহ-সভাপতি হয়ে যান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। ভারতীয় দলের একজন নিয়মিত জিমন্যাস্ট হয়েও দীপা রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার সহ-সভাপতি পদে চলে আসায় এমনিতেই বিতর্ক ও প্রশ্ন আছে। তবে ঘটনা অন্য জায়গায়। অভিযোগ, বিশ্বেশ্বর নন্দী, দীপা কর্মকার-রা যে রাজ্যভিত্তিক জিমন্যাস্টিক্স আসর করে আসছেন তা তো আসলে আগরতলাকেন্দ্রীক একটি আসর। খুমুলুঙ থেকে হাতে-গোনা কয়েকজন এলেও বাকিরা সবাই তো আগরতলার। এক হয় বাধারঘাট, না হয় এনএসআরসিসি, না হয়

রাজ্যভিত্তিক আসরের নামে খেলা হলেও বাস্তবে সব কিছ আগরতলাকেন্দ্রীক। এখানেই অন্য কোচ ও প্রাক্তন জিমন্যাস্টরা প্রশ্ন তুলছেন। অভিযোগ, কেন এত বছরেও আগরতলার বাইরে থেকে জিমন্যাস্ট উঠে আসেনি? কেন রাজ্যভিত্তিক আসরে শুধুমাত্র আগরতলার জিমন্যাস্ট। জানা গেছে, এনএসআরসিসি-র বাইরে না নন্দী সাহেব যেতে চান, না দীপা। দীপা তো এখনও খেলোয়াড়। সুতরাং আগরতলার বাইরে সেন্টার খুললে কারা যাবেন সেখানে কোচিং করতে? এনএসআরসিসি-তে যারা আছেন তারা অধিকাংশ বাম আমলে বাম তো রাম আমলে রাম। ফলে তাদের আগরতলা থেকে সরানো কঠিন। এখন প্রশ্ন, নন্দী স্যার বা দীপা কর্মকার কি উদয়পুরে গিয়ে কাজ করবেন ? তবে তার চেয়েও বড় প্রশ্ন আগরতলাতেও এনএসআরসিসি ছাড়া অন্য সেন্টারে কতটা ভালোভাবে তৈরি হচ্ছেন রাজ্যের জিমন্যাস্টরা। রাজ্যের হাতে-গোনা কয়েকজন জিমন্যাস্ট ছাড়া বাকিরা উঠে আসার তেমন সুযোগ পাচ্ছে না বলেও অভিযোগ। অনেকের প্রশ্ন,

বাম থেকে রাম হয়ে নন্দী স্যার তো নিজে ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব হলেন এবং ছাত্রীকে সহ-সভাপতি

বছরে সচিব এবং সহ-সভাপতি হিসাবে রাজ্যের জিমন্যাস্টদের জন্য কি কি কাজ করলেন? দিল্লিতে জাতীয় দলের নির্বাচনি ক্যাম্পে দ্বিতীয় দিনের ট্রায়ালে কেন দীপা-রা নামলেন না ? আজ পর্যন্ত কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব দেননি কেউ। জানা গেছে, ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের গত দুই বছরে একবার রাজ্যভিত্তিক আসর ছাড়া কোন কাজ হয়নি। অভিযোগ, সচিব ব্যস্ত ছাত্রীদের নিয়ে আর সহ-সভাপতি নিজেই ব্যস্ত ট্রেনিং নিয়ে। ফলে একটা অ্যাসোসিয়েশনের যে কাজ করা উচিত ছিল তা নাকি উধাও। দিলীপ ভট্টাচার্য-রা (শম্ভু দা) ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স-এ যে কাজ করে গেছেন তার ধারে-কাছেও নাকি যেতে পারেনি নন্দী স্যারদের কমিটি। অভিযোগ, বর্তমান সভাপতি নাকি রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধ ক্রীড়া দফতরে নানা অভিযোগ। অর্থাৎ পজিটিভ কিছু নেই। অভিভাবক মহলের দাবি, নন্দী স্যার এবং দীপা কর্মকার তো ত্রি পুরা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ পদে। তারা জানান, গত দুই-আড়াই বছরে তারা কি কাজ করেছেন রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স বা রাজ্যের জিমন্যাস্টদের জন্য তা আগে জনগণকে জানানো হউক।

টিসিএ-র প্রতি আর বিশ্বাস নেই

এবার সোনামুড়ার মানুষই মহকুমাতে ক্রিকেট শুরু করবে

উদ্যোগ নিচ্ছেন না বলে সংবাদ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ঃ টিসিএ-র অনুমোদনের অপেক্ষায় না থেকে মহকুমার ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ-র কথা ভেবে কি এবার নিজেরাই ২২ গজে নামবে সোনামুড়া মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। জানা গেছে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নানা অজুহাতে নাকি সোনামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে অনুমোদন রয়েছে সেই সংবিধানে নাকি ১৮টি অনুমোদিত মহকুমার মধ্যে সোনামুড়ার নাম রয়েছে। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নানা অজুহাতে সোনামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন যেমন আটকে রেখেছে তেমনি কোন অনুদান বা আর্থিক বরাদ্দও দেওয়া হয়নি। এখানেই শেষ নয়, টিসিএ-র কোন ক্রিকেটে সোনামুড়ার কোন দল যেমন অংশ নিতে পারেনি তেমনি সোনামুড়ায় কোন ক্রিকেট হয়নি। জানা গেছে, সম্প্রতি সোনামুড়ার ক্রিকেটকে

প্রচারের পর নাকি এলাকাবাসী বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানিয়েছেন। তিনি নাকি

মহকুমার কোন নেতা বা নেত্রী দলের বাইরে। কারণ নাকি

সোনামুড়া ক্রিকেট সংস্থা টিসিএ-র অনুমোদিত নয় তাই হয়তো উদীয়ান বাদ। তবে এখন নাকি সোনামুড়ার মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙছে। খোদ শাসক দল বিজেপি-র লোকজন নাকি ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ-র চাইছেন, সোনামুড়া নিজেরা ক্রিকেটার এবং ক্রিকেট কর্তা নাকি এর মধ্যেই আলোচনায় বসবেন। তারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলবেন। তারা চাইছেন, আর টিসিএ-র জন্য বসে থেকে লাভ নেই। ২০ জানুয়ারির পরই সোনামুড়াতে ক্রিকেট চালু করতে। আপাতত জুনিয়র ক্রিকেট। তারপর ক্লাব ক্রিকেট। সোনামুড়ার এক ক্রিকেট কর্তা বলেন, টিসিএ-র কর্তারা সোনামুড়ায় এলে মানুষ তাদের নিশ্চয় যোগ্য জবাব দেবে। তার আগে আমরা সোনামুড়ার ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে

সোনামুড়ায় তার বাড়ি। যেহেতু

সোনামু ডু ার

সোনামুড়াতে কিভাবে ক্রিকেট শুরু করা যায় সেই ব্যাপারে উদ্যোগ

নিতে বলেছেন। অভিযোগ, ত্রিপুরা ক্রিকেটের ইতিহাসে নাকি নজিরবিহীনভাবে টিসিএ-র রাজনীতিতে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ। তারা এখনও টিসিএ-র অনুমোদন সংবিধানে থাকা একটি মহকুমা দেয়নি। যদিও টিসিএ-র যে টিসিএ না অনুমোদন দিচেছ না ক্রিকেট শুরু করুক। জানা গেছে, সংবিধানের বিসিসিআই-র দেখার অনুমতি দিচ্ছে। জানা সোনামুড়ার কয়েকজন প্রাক্তন ছেলে-মেয়েরা নাকি এখন ক্রিকেট ভুলে গিয়ে অন্য খেলায় যেতে চাইছে। এর মধ্যে বড় ঘটনা হচ্ছে, সোনামুড়ার ছেলে রাজ্যের অন্যতম সফল ক্রিকেটার উদীয়ান বোস ইস্য। অভিযোগ, উদীয়ান বোস ক্রিকেট রাজনীতির শিকার। উদীয়ান সোনামুড়ার ক্রিকেটার হওয়ায় নাকি তাকে এক প্রকার রাজ্য দল থেকে নানা অজ্হাতে বাদ দেওয়া হচ্ছে। যদিও রাজ্য দলে ভিনরাজ্যের যে তিনজন খেলতে এসেছিল এদের চেয়েও অনেক ভালো ক্রিকেটার

ধ্বংস করে দিচ্ছে টিসিএ। এতে উদীয়ান। উদীয়ান আজ রাজ্য প্রতিযোগিতা। ক্রিকেট শুরু করার কথা ভাবছি। আবিভাব দিবস পালনই উন্নয়নের চাবিকাঠি পূর্বসূরীদের পথেই হাঁটছেন। অর্থাৎ কাজ না করেই ভুল-ভাল কাজের ছিলেন। মূল পেশা ভুল আজ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ঃ এ-এক অদ্ভুত রাজ্য। সকাল দেখে নাকি গোটা দিনটা কেমন যাবে সেটা চেনা যায়। এই প্রবাদকেও মিথ্যা করে দিয়েছে এরাজ্য। রাজ্য সামলানোর দায়িত্ব নিয়ে ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাড়ে তিন বছর পার হয়ে যাবার পর দেখা যাচ্ছে, সেসব প্রতিশ্রুতি ছিল স্রেফ মৌখিক আশ্বাস। রাজনৈতিক পালাবদলের পর স্বাভাবিক নিয়মেই স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি শাসক দলীয় লোকেদের কব্জায় চলে যায়। এটাই এরাজ্যের নিয়ম। বামেরা চালু করেছিল। আর রামেরা সেই পথেই হাঁটলো। ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ আশা করেছিলেন যে, এবার নিশ্চয় ক্রীড়াক্ষেত্র আরও কিছুটা গতিময় হবে। বিশেষ করে রাজ্যের ধনীতম ক্রীড়া সংস্থার কাজকর্ম আরও মসৃণভাবে সম্পন্ন হবে, দুর্নীতিমুক্ত একটি প্রশাসন দেখা যাবে। এমনটাই আশা করেছিল ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দেখা গেলো, পূর্বতন আমলের মতোই এই ধনীতম ক্রীড়া সংস্থায় যারা দায়িত্বে এসেছেন তারা সংবিধানের কোন ধারায় আছে।

এই ক্রীড়া সংস্থাকে নিজেদের স্বার্থ পুরণের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। তবে পূর্বতন কমিটিগুলি অনিয়ম বা দুর্নীতির আড়ালেও খেলাটা অন্তত চালু রেখেছিল। খেলোয়াড়দের স্বার্থও তাদের কাছে গুরুত্ব পেতো। বর্তমান কমিটি এক্ষেত্রে পূর্বতন কমিটিগুলিকে কয়েক ডজন গোল দিয়ে ফেলেছে। খেলা বা খেলোয়াড়দের স্বার্থ এখন তাদের কাছে গুরুত্ব পায় না। বরং কমিটির সভাপতির আবির্ভাব দিবস পালনে অনেক বেশি সক্রিয় তারা। কয়েকদিন আগে এমনই অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটলো এই ধনীতম ক্রীড়া সংস্থার অফিসে। বেশ জাঁকজমক করে সভাপতির আবির্ভাব দিবস পালন করা হলো। কাটা হলো কেক। জ্বালানো হয় মোমবাতি। তিন বছরের কার্যকালে একটি স্মরণীয় দিন উপহার পেলেন সভাপতি। তার দোসর হিসাবে যিনি আছেন তার জন্মদিনও হয়তো এভাবে ঘটা করে পালন করা হবে। ক্রীড়া মহলের প্রশ্ন, খেলা এবং খেলোয়াড়দের স্বার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা না দেখিয়ে আবির্ভাব দিবস পালন ওই সংস্থার

ফিরিস্তি দেওয়া এই কমিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।কর্মহীন হয়ে থাকতে পারে না মানুষ। কাজ কিংবা কুকাজ কিছু একটা করতে হবে। কাজের দেখা নেই, অথচ আবির্ভাব দিবস পালনের মতো কুকাজ করতে তারা পিছিয়ে যায় না। রাজ্য জুড়ে খেলাটার বারোটা বেজে যাচ্ছে। আর এই কমিটি বিগত করোনামুক্ত কয়েকটি মাসে শুধু একের পর এক শিবির পরিচালনা করেছে। বিশাল সংখ্যক খেলোয়াড়দের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই শিবিরগুলির পেছনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়েছে। অস্তত কাগজে-কলমে সেটাই দেখা যায়। বাস্তবে খরচ কতটা তার হিসাবটা কিন্তু জানা নেই কারোর। এর বাইরে কাজ করার মধ্যে রয়েছে একের পর এক মাঠ পরিদর্শন। আপাতত করোনার বাড়বাড়ন্তের ফলে মাঠ পরিদর্শন বন্ধ। কিন্তু মানুষকে দেখাতে হবে, বোঝাতে হবে যে তারা কতটা কাজের। এরকমই একটি নমুনা পেশ করা হলো কয়েকদিন আগে। ঘটা করে সভাপতির আবির্ভাব দিবস পালন করা হয়। একটি দিনের

অপেক্ষাতেই হয়তো তিনি

অন্য একটি পেশায় চলে আবির্ভাব দিবস পালনের স্রোতে

ভেসে গিয়ে জলে ডুবেছে।

এসেছেন। সূতরাং যতটা পারা যায় ক্ষীর-ননী তো খেতেই হবে। পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে অনেক সেরা সেরা স্বৈরাচারীর দেখা মিলেছে। এদের প্রতিনিয়ত সঙ্গ দিয়ে লাভবান হওয়া লোকজনের সংখ্যাও কম নয়। হিটলারের কুকর্মের সেই সব সঙ্গীদের বিচার হয়েছিল ন্যুরেনবার্গের আদালতে। বর্তমান সময়ে যারা রাজ্যের ধনীতম ক্রীড়া সংস্থাকে ভুলপথে নিয়ে যাচেছ তাদেরও একদিন আগামীকাল আসবে। তাদের কাছে তখন প্রশ্ন ধেয়ে আসবে—'খেলা এবং খেলোয়াড়দের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে আবির্ভাব দিবস পালনে উৎসাহী হয়েছিলেন কেন?' যার যেটা কাজ তার সেটাই করা উচিত। মূল কাজ ভুলে কুকাজের পেছনে ছুটলে প্রশ্ন উঠবেই। সুতরাং প্রশ্ন উঠেছে। যদিও উত্তর দেওয়ার মতো জায়গায় কেউ নেই। এখন উত্তর না দিলেও একদিন অবশ্যই উত্তরটা জানা যাবে। একটি অতি জনপ্রিয় এবং সম্ভাবনাময় খেলা শুধুমাত্র











NOW IN AGARTALA!











Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,

Email: newradhankl@gmail.com

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath,

Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office





Manal Nilkamal ®

FURNITURE IDEAS

মুখ্যমন্ত্রীর সময় চাইলো

১०७३७

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জান্যারি ।। আবারও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সময় চেয়ে চিঠি দিলো জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেত্রী ডালিয়া দাস, গৌতম দেববর্মা এবং কমল দেব স্বাক্ষরিত চিঠি জমা পড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে এখনও পর্যন্ত এই চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে। কমল দেব জানান, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি শীঘ্রই যাতে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সমস্যা সমাধান করে। ইতিমধ্যে ১১২জন চাকরিচ্যুত শিক্ষক প্রয়াত হয়েছেন। ২০২০ সালের ৩ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্থায়ী সমাধানের কথা বলেছিলেন। ১৬ মাস হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত আমাদের

ত্ত্ব হত্যা ঃ ট্রায়ালে

ঠিকেদার সুমিত বণিক এবং কুখ্যাত প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানয়ারি ।। উমর শরিফ। বোধিসত্ত'র মাথায় বোতল ভাঙা হয়েছিল। এই হত্যা বোধিসত্ত্বদাস হত্যা মামলায় শুনানির মামলায় পলিশ তদন্ত করে দই দফায় উপর স্থগিতাদেশ দিলো উচ্চ আদালত। যে কারণে আপাতত আদালতে চার্জশিট জমা করে। এরপর থেকেই শুরু হয় ট্রায়াল। অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালতে ট্রায়াল বন্ধ থাকবে। ইতিমধ্যেই ৫৪জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। সাক্ষ্যগ্রহণও হবে না। বৃহস্পতিবার দু'জন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার সরকার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেওয়ার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোধ বোধিসত্ত্ব হত্যা বাকি রয়েছে। এমন পরিস্থিতির মামলায় ট্রায়ালের স্থগিতাদেশ দিয়ে মধ্যেই নানা কূটনৈতিক চালে বন্ধ রাজ্য এবং আসামি পক্ষকে নোটিশ হয়ে গেলো মামলার শুনানি। দিয়েছে। আগামী ২০ জানুয়ারি এই এনিয়েই এখন বিচারের আশায় মামলার শুনানি। ততদিন পর্যস্ত বন্ধ চোখের জল ফেলে যাচ্ছেন থাকবে ট্রায়াল। ২০১৯ সালে বোধিসত্ত্বের অসহায় মা। একমাত্র শহরের কাঁশারীপট্টি এলাকায় খুন ছেলেকে হারিয়ে তিনি বিচারের হয়েছিলেন বোধিসত্ত্ব দাস। ব্যাঙ্ক আশায় আদালতের দিকে চেয়ে ম্যানেজার বোধিসত্ত্ব খুনে পুলিশ আছেন। কিন্তু মামলার ট্রায়াল শুরু চারজন নামী অভিযুক্তকে গ্রেফতার হতেই উঠে আসছে নানা ধরনের করেছিল। এদের মধ্যে রয়েছে অভিযোগ। কখনো ব্যাগ নিয়ে কালিকা জুয়েলার্সের মালিকের সাক্ষীদের কিনতে আদালতে ছেলে সুমিত চৌধুরী, রাজ্য পুলিশের উপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠে। প্রাক্তন ইন্সপেকটর সুকান্ত বিশ্বাস,

সাক্ষী।আবার সাক্ষীদের নিয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী সি পাহিজলার খামারবাড়িতে পার্টিও করেন। এই ধরনের অভিযোগের মধ্যেই অতিরিক্ত দায়রা বিচারক (কোর্ট নম্বর ২) বিচারকের উপরই অনাস্থা আনেন সরকার পক্ষের আইনজীবী। আইন দফতর থেকে দায়রা বিচারকের কোর্টে মামলার শুনানি করিয়ে নিতে আবেদন করা হয়। গত ১১ জানুয়ারি সরকার পক্ষের এই আবেদন বাতিল করে দেন দায়রা বিচারক। এর বিরুদ্ধেই এবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে গেছে সরকার পক্ষ। রতন দত্তকে এই মামলায় নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। অন্য কোর্টে মামলাটি সরিয়ে নিতে বলা হয়। যথারীতি উচ্চ আদালতে মামলার ট্রায়ালের উপর স্থগিতাদেশ চায় সরকার। উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোধ শুনানির প্রথম দিনই ট্রায়ালের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। অতিরিক্ত এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতারণায় দমকল কর্মী প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চিটফাণ্ড সংস্থাণ্ডলোর

উদয়পুর, ১৩ জানুয়ারি।। চিটফান্ড প্রতারণায় শামিল হয়েছে সরকারি কর্মচারী। ডিজিটাল চিটফান্ডের নামে সাধারণ নাগরিকদের প্রতারণা করার অভিযোগ উঠল দমকল বিভাগের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে উদয়পুরে। রাজ্যে চিটফান্ড সংস্থাগুলি সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণা করার বহু অভিযোগ রয়েছে। বারবার প্রতারণার অভিযোগ উঠলেও ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা চিটফান্ড সংস্থাগুলি বন্ধ হয়নি। নানা নামে এই সংস্থাগুলি সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণা করে চলছে। এবার মন্দির নগরীতে মোবাইল ব্যবহার করে প্রতারণা করা হচ্ছে। হোয়াটস্অ্যাপ গ্রুপ করে লোভনীয় বিনিয়োগের অফার দিয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে। কয়েকদিন পরই আবার বলা হচ্ছে, সংস্থাটি বন্ধ হয়ে গেছে অন্য সংস্থায় আবারও টাকা বিনিয়োগের অফার দেওয়া হয়। এভাবে ভুয়ো কোম্পানি খুলে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। এই প্রতারণার মূল মাথা এক দমকল কৰ্মী বলে অভিযোগ। রাধেশ্যাম নামে এই দমকল কর্মী ত্রিপল এন্ড গ্লোবাল এবং ইথার ট্রেড এশিয়া নামে দুটি চিটফান্ড সংস্থার সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের পরিচয় করিয়ে দেয় রাধেশ্যাম। এই দুই সংস্থার নাম দিয়ে সরকারি অফিসে

বসেই রাধেশ্যাম কোটি কোটি

টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

বিনিয়োগকারীদের টাকা

ফিরিয়ে দিতে পারছে না

নানাভাবেই প্রতারণা করা

একটি চক্র। এই চক্রের

বিরুদ্ধে দ্রুত মামলা হতে

যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

হচ্ছে। রাধেশ্যামের সঙ্গে যুক্ত

রাধেশ্যাম। তাদের

ইকফাইয়ে নেই কোভিড নিয়ম



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। কিসের কোভিড বিধি-নিষেধ, ইকফাই ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস চলছে কোনওরকম শারীরিক দূরত্ব বজায় না রেখেই। পড়ুয়াদের অনেকের মুখেই থাকছে না মাস্ক। বারান্দায়, মাঠে জটলা চলছে ছাত্র-ছাত্রীদের,

তখনও মাস্কহীন মুখ তাদের। কোভিড'র জন্য যে নিয়মের গাইডলাইন তা প্রায় মানাই হচ্ছে না। নিয়ম না মানার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এবং পড়ুয়া, দুই পক্ষই সমান পটু। ক্লাসে এক বেঞ্চে একাধিক পড়ুয়া মাস্কহীন মুখে বসে আছেন, এমন দৃশ্য ইকফাই ইউনিভার্সিটিতে

সাধারণ ব্যাপার। যারা মানতে চান সপ্তাহে পাঁচদিন পুরো ছাত্রসংখ্যা নিয়ে ক্লাস করার জন্য তারাও মানতে পারছেন না। প্রশাসনিক নজর নেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বারন্দা, মাঠে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গুলতানি করছেন পড়ুয়ারা, এইরকম এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রশাসনের ডদাসানতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। করোনা অতিমারিতে শহরে চলছে মেলা এবং জুয়ার আসর। শহরতলির চারিপাড়ার শচীন্দ্রলালে পুলিশ এবং প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই নাকি মেলা এবং জুয়ার আসর বসানো হয়েছে। এমনই অভিযোগ উঠছে। কারণ মেলার মধ্যে জুয়া প্রকাশ্যেই হচ্ছে। গত বছর করোনা কারফিউর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী রাতের অন্ধকারে এডিনগর থানা সীমান্ত এলাকায় টহল দিতে গিয়েছিলেন। ওই সময় সীমান্তের পাশেই নেশা কারবারিদের ঘোরাফেরা করতে দেখেন তিনি। মখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই ঘটনার পরই সাসপেণ্ড হয়ে যান এডিনগর থানার প্রাক্তন ওসি কিরণ শঙ্কর চৌধুরী। তাকে ওসির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এখন

আবারও শুরু হয়েছে জুয়ার আসর। সন্ধ্যার পর থেকে মেলার মধ্যে চলছে জুয়া। এই জুয়ায় সীমান্তের ওপার থেকেও টাকা লাগানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। কিন্তু জুয়ার খবর শুধুমাত্র সরকারিভাবে পায় না রাজ্য পুলিশ। এমনকী বিএসএফ'র কাছেও জুয়ার আসর চলার খবর সরকারিভাবে নেই বলে জানা গেছে। রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব কয়েকদিন আগেই নির্দেশ জারি করেছিলেন সব ধরনের মেলা এবং ভিড় জড়ো করা বন্ধ থাকবে। যে কারণে সরস মেলা, শিল্প মেলা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু শহরের বেশ কয়েক জায়গায় শুরু হয়েছে হরিনাম কীর্তন। বড়জলায় রাস্তার পাশে হরিনাম সংকীর্তনে ভিড জমা হচ্ছে। এই এলাকাতেই করোনা সংক্রমণের হার ১৬ শতাংশেরও বেশি বলে জানা গেছে। কিন্তু এখানেই

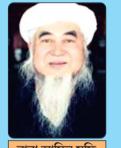
প্রশাসনের উদাসীনতায় চলছে উৎসব। একই কায়দায় শচীন্দ্রলালে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। রাতে মেলায় বসছে জুয়ার আসর। লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়ার খেলা হচ্ছে এই জায়গায়। প্রকাশ্যেই এই জুয়ার আসর বসানো হয়। হুভি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বড় বড় নেশা কারবারিরা এই জুয়ায় অংশ নিচ্ছে। সবার কাছে খবর চলে গেলেও আমতলি এবং এডিনগর থানা এই খবর পায় না বলে অভিযোগ। এর মূল কারণ নাকি দুই থানার ক্যাশিয়ার জুয়াড়িদের কাছ থেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন। টাকার ভাগ গেছে মহকুমা শাসকের অফিসেও। এটাই মূল কারণ করোনা কার ফিউর মধ্যেও বাতের অন্ধকারে মেলায় চলছে জুয়া। প্রশাসনের ঢিলেমি কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে তা এই ঘটনায় পরিষ্কার।

সমস্যা সমাধান হয়নি। আদালতে এসেও পালিয়ে যায় পমানিত হয়ে নেতার পদত্যাগ, এলাকায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৩ জানুয়ারি।। রাজ্য এবং মন্ডল নেতার ল্যাং মারামারিতে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির কাজকর্ম মুখথুবড়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে আচমকা পদত্যাগ করেছেন প্রদীপ দেবনাথ। তিনি আবার সংশ্লিষ্ট মণ্ডলের সহ-সভাপতির দায়িত্বে আছেন। এলাকার সমাজসেবী প্রদীপ দেবনাথের পদত্যাগের পর গোট এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশ বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। প্রদীপ দেবনাথ বলেছেন তিনি ব্যক্তিগত কারণে ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ তার ব্যক্তিগত কি সমস্যা দেখা দিল ? তিনি তো বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির চাইতেও মগুলের সহ-সভাপতির গুরুদায়িত্ব ছাড়েননি ! সেই কারণেই মনে করা হচ্ছে ঘটনাটির পেছনে অন্য কারণ লুকিয়ে আছে। বিদ্যালয়ের

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



বাবা আমিল সৃফি প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

> CONTACT 9667700474



প্রধানশিক্ষকও বলছেন চেয়ারম্যানের পদত্যাগের কি কারণ রয়েছে তা তিনি জানেন না। ওই বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটিতে আরও এক নেতাও আছেন। তিনি কাজল সরকার। কাজলবাব আবার দলের রাজ্য কমিটির সদস্য। জানা যায় মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দফতর থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতল বিশিষ্ট ১২টি কক্ষ

সোনার বাজার দর ১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৮০০

ভরি ঃ ৫৫,৭৬৬

চেয়ারম্যানকে ডিঙিয়ে সেই কাজে Flat Booking Ramnagar Road No. 4. Opposite

> BHK, 3 BHK Flat booking চলছে। Mob - 8416082015

Sporting Club. 2

নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এলাকায় গুঞ্জন প্রদীপ দেবনাথের

পদত্যাগের পেছনে মূলত নির্মাণ

কাজই মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী

লোক নিয়োগ

Popular Security Service এর জন্য 6/7 জন লোক প্রয়োজন। মাসিক বেতন 6000 থেকে 9,700 পর্যন্ত হবে। 12 hrs duty হবে। দূরের লোকের জন্য থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ইচ্ছুক প্রার্থীগণ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের ঠিকানা - চন্দ্রপুর, আগরতলা, বিপণি বিতান কমপ্লেক্স, রুম নং- 36, 37, 1st floor, ফোন নং-9774702018

বিশেষ দ্রস্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই

নাক গলিয়েছেন অপর নেতা। তাই বিষয়টি জানার পর মেনে নিতে পারেননি প্রদীপবাবু। এককথায় অপমানিত হয়েই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রদীপবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি মুখ খুলতে নারাজ। অনেকেই এই ঘটনার পেছনে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। অর্থাৎ সামনে থেকে বিষয়টি যতটা সহজভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে তা ততটা সহজ নয়। পেছনে আরও গল্প লুকিয়ে আছে। এখন প্রদীপবাবু মুখ খूलाला अविक रूप छ राज পারে। যেহেতু তিনি এলাকার উন্নয়নে সব সময় এগিয়ে থাকেন এবং তিনি স্পষ্টবাদী নেতা তাই তার মুখ থেকেই সত্যটা জানতে চান এলাকাবাসী।



বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়। **©** 9436940366 Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur